শিক্ষকতা
ও
অভিজ্ঞতার
সংমিশ্রণ

সাধারণ জ্ঞানের বই

জ্ঞান প্রবাহ

বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক

◉বিসিএস ◉বিশ্ববিদ্যালয় ◉মেডিক্যাল ◉নার্সিং ◉শিক্ষক নিয়োগ ◉সরকারী চাকুরী

রচনা ও সম্পাদনায়

ইংলিশ মজা Expert Panel

REW Publications

Find me on

englishmoja

বাংলাদেশ-আন্তর্জাতিক বিষয়ের সমন্বয়ে

জ্ঞান প্রবাহ

জব প্রস্তুতি ও ভর্তি পরিক্ষার্থীদের সাধারণ
জ্ঞানের অনন্য সহায়ক

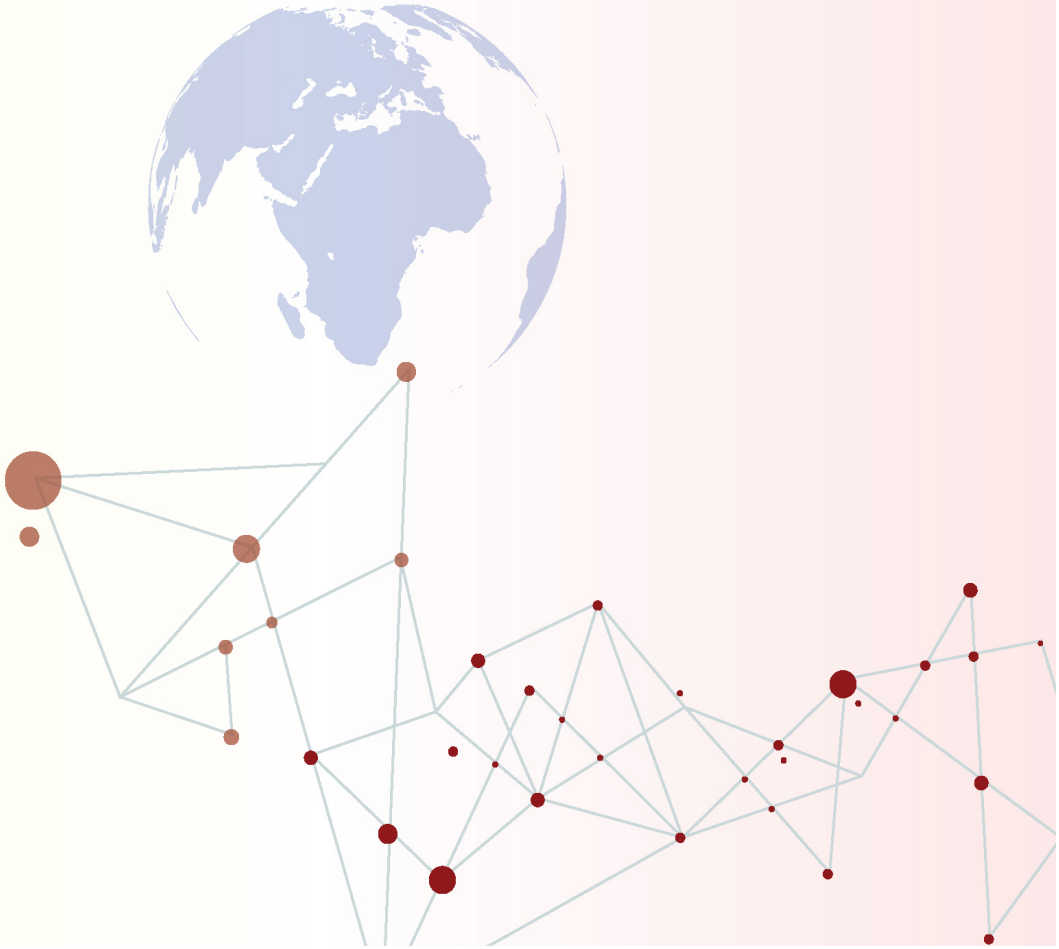

◇ প্রকাশনায় :

REW Publications

রেজি: বাপুস/রাজশাহী

বইটির ISBN: 978-984-34-9789-17

◇ সতর্কীকরণ:

বইটির সর্বস্বত্ত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত। বইটির কোন অংশ হুবহু অথবা কিছুটা পরিবর্তন করে ব্যবহার করা কপিরাইট আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ।

◇ সংস্করণ : ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

Web : www.englishmoja.com

E-mail : englishmoja.yt@gmail.com

FbPage : fb.com/englishmoja

Phone : 02588 867 203

Mobile : 01894-539 910

450 (Taka)
Fixed Price

◇ প্রচ্ছদ ও ডিজাইন:

REW Publications

"জ্ঞান প্রবাহ" বই সম্পর্কে আরো জানতে লেখকের YouTube Channel "English Moja" থেকে ঘুরে আসুন।

◇ YouTube.com/englishmoja

সরাসরি বইটি ক্যাশ অন ডেলিভারিতে পেতে: ০১৮৯৪-৫৩৯৯১০ নাম্বারে যোগাযোগ করুন।

**সতর্কীকরণ: দিন পাল্টে গেছে, একটি নকল বই বিক্রয় হলে প্রকাশক মুহূর্তেই জানতে পারে। তাই দয়া করে নকল বই ক্রয়- বিক্রয় বর্জন করুন। নকল/পাইরেটেড কপি বই বিক্রয় আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। যেহেতু লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী লেখকের YouTube Channel ও Facebook Page-এ প্রতিনিয়ত ক্লাস করে, তাই অসাধু ব্যবসায়িরা চাইলেই নকল বই বিক্রি করে পার পাবে না, আজ অথবা কাল তাকে আইনের মুখোমুখি হতেই হবে। সর্বোপরি সমগ্র বাংলাদেশে একজন ব্যবসায়ী হিসেবে আপনার সুখ্যাতি নষ্ট হবে।

লেখক ও প্রকাশক: এম. রফিক

সাধারণ জ্ঞানের বই

জ্ঞান প্রবাহ

বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক

◉বিসিএস ◉বিশ্ববিদ্যালয় ◉মেডিক্যাল ◉নার্সিং ◉শিক্ষক নিয়োগ ◉সরকারী চাকুরী

☑ লক্ষণীয়:

এখানে লাইব্রেরীর সীল দিয়ে নিন

বইটিতে সীল দিয়ে নিলে আপনি যেসকল সুবিধা পাবেন:

- হেল্প লাইন: ০১৮৯৪-৫৩৯৯১০-এ ফোন দিয়ে সরাসরি লেখকের সাথে কথা বলার সুযোগ।
- বইটি কেনার পর কখনো যদি বইয়ের ভেতরের কোন পৃষ্ঠা/ফর্মা ছেড়া বা ঘাটতি মনে হয় তাহলে পুনরায় একটি নতুন বই পাবেন।
- লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ সীল না দিলে বা দিতে অনাগ্রহ প্রকাশ করলে বুঝে নিবেন বইটি নকল বই।

কিছু কথা

শুকরিয়া আদায় করছি মহান আল্লাহর, যার অশেষ কৃপায় 'জ্ঞান প্রবাহ' বইটি সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হলাম। বিশেষ কৃতজ্ঞতা তাদের প্রতি, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বইটি পূর্ণতা পেয়েছে। সাধারণ জ্ঞান পিপাসুদের জন্য বইটির প্রতিটি বিষয়কে অত্যন্ত সহজ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। তথাপি ভুল-ত্রুটি মার্জনীয়।

বইটি যাদের জন্য:

- বিভিন্ন সরকারী চাকুরী প্রত্যাশী।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় B ইউনিট, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় B ও C ইউনিট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় A ইউনিট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় B ইউনিট, (GST) গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় B ইউনিটসহ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবিক বিভাগে ভর্তি প্রত্যাশীদের জন্য।

যা যা আছে বইটিতে:

- **সুষ্ঠ অধ্যায় বিন্যাস** : সাধারণজ্ঞান পড়া এবং বোঝার ক্ষেত্রে অধ্যায় বিন্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সে কথা বিবেচনায় রেখে 'জ্ঞান প্রবাহ' বইটির অধ্যায়সমূহ সুষ্ঠভাবে বিন্যাস করা হয়েছে।
- **বাংলাদেশ বিষয়াবলি** : প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষার একটি বিশাল অংশজুড়ে থাকে বাংলাদেশ বিষয়াবলি হতে প্রশ্ন। বইটিতে রয়েছে বাংলাদেশ বিষয়াবলির উপর বিশাল ও বিস্তৃত আলোচনা।
- **আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি** : বাংলাদেশ বিষয়াবলির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিও পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই বইটিতে থাকছে আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির উপরে এক পূর্ণাঙ্গ আলোচনা।
- **গ্রাফ, চার্ট, চিত্র** : বইটির প্রতিটি টপিকে যুক্ত করা হয়েছে প্রয়োজনীয় গ্রাফ, চার্ট ও চিত্র যা আপনাকে নিয়ে যাবে জ্ঞানের গভীরে।
- **শর্টকাট টেকনিক** : সাধারণ জ্ঞানের অসীম জ্ঞানকে সংক্ষেপে মনে রাখতে বইটিতে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমান শর্টকাট টেকনিক।
- **বিগত বছরের প্রশ্নাবলী** : এতে রয়েছে সমাধান সহ BCS ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের বিগত বছরের প্রশ্নাবলী।
- **GST এর মৌলিক প্রস্তুতি** : এতে রয়েছে GST এর জন্য HSC এর মোট ১৬টি মৌলিক বিষয়ের সংক্ষিপ্ত নির্যাস।
- **BCS এর প্রস্তুতি** : BCS প্রিলি প্রার্থীদের জন্য রয়েছে বাংলাদেশ, আন্তর্জাতিক, সুশাসন ও নৈতিকতা এবং ভূগোলসহ সাধারণ জ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি।

আশাকরি বইটির সুষ্ঠ অধ্যায়বিন্যায়, বিস্তৃত তথ্য-উপাত্ত ও সাবলীল উপস্থাপনা আপনার জ্ঞানের পিপাসাকে পরিতৃপ্ত করবে। পৌছে দিবে সফলতার স্বর্ণ শিখরে। আপনাদের সফলতা ও মঙ্গল কামনায়...

গঠনমূলক মন্তব্য থাকলে:

M. Rafique
englishmoja.yt@gmail.com

সূচিপত্র

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

বাংলার ইতিহাস

বাঙ্গালি জাতির উৎপত্তি..... ১৭
অনার্য ও আর্য জনগোষ্ঠী..... ১৭
বাংলা নামের উৎপত্তি..... ১৮
প্রাচীন বাংলার ঐতিহাসিক গ্রন্থ..... ১৮
উপমহাদেশের আগত পরিব্রাজক..... ১৯

প্রাচীন বাংলার জনপদ

প্রাচীন বাংলার জনপদসমূহ..... ২০
বিখ্যাত রাজধানী..... ২২

প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস

মৌর্য যুগে বাংলা..... ২৫
গুপ্ত যুগে বাংলা..... ২৭
স্বাধীন গৌড় রাজ্য..... ২৮
মাৎস্যন্যায়..... ২৮
পুষ্যভূতি রাজ্য..... ২৮
পাল শাসনামল..... ২৯
দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার স্বাধীন রাজ্য..... ৩১
সেন শাসনামল..... ৩১

উপমহাদেশে ইসলামের আর্বিভাব

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযান..... ৩৩
তুরাইনের যুদ্ধ..... ৩৩
বাংলায় মুসলিম শাসনামল..... ৩৪
বাংলায় স্বাধীন সুলতানী শাসন..... ৩৫
ইলিয়াস শাহী শাসন..... ৩৬
হুসেন শাহী শাসন..... ৩৬
ইবনে বতুতা..... ৩৬
বারো ভুঁইয়াদের ইতিহাস..... ৩৮

দিল্লি সালতানাত

দাস বংশ..... ৩৯
খলজি বংশ..... ৪০
তুঘলক বংশ..... ৪০
মুঘল সাম্রাজ্য (১৫২৬-১৮৫৭)..... ৪১
বাংলায় সুবেদারি শাসনামল..... ৪৬
বাংলায় নবাবী আমল..... ৪৯
মুঘল আমলের বিখ্যাত স্থাপত্য..... ৫১

বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন

ইউরোপীয় বণিকদের আদ্যোপান্ত..... ৫৩
বাংলায় ইংরেজ শাসন..... ৫৫
ইংরেজ গভর্নরের কার্যক্রম পর্যালোচনা..... ৫৬
বাংলায় গভর্নর জেনালের ও শাসনকাল..... ৫৭
ভারতে গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয়ের শাসন..... ৫৭
এক নজরে ইংরেজ কীর্তি..... ৫৯
বঙ্গভঙ্গ..... ৬১
স্বদেশী আন্দোলন..... ৬২
বাংলায় বিভিন্ন আন্দোলন..... ৬২
বাংলায় স্বাধীকার আন্দোলন..... ৬৪
স্বাধীকার আন্দোলনের প্রাণপুরুষ..... ৬৮

ভারত বিভাগপূর্ব রাজনীতি

ভারত শাসন আইন..... ৭১
কৃষক প্রজা পার্টি ও শেরে বাংলা..... ৭১
দ্বি-জাতিতত্ত্ব..... ৭২
লাহোর প্রস্তাব..... ৭২
ক্রিপস মিশন..... ৭২
ভারত ছাড় আন্দোলন..... ৭২
পঞ্চাশের মন্বন্তর..... ৭২
মন্ত্রী মিশন..... ৭২

অবিভক্ত বাংলার ৩ মুখ্যমন্ত্রী ৭৩
কলকাতা দাঙ্গা..... ৭৩

পাকিস্তান আমল

পূর্ব বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভনর ৭৪
পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ৭৪
আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা..... ৭৫
ভাষা আন্দোলন ৭৬
তমদ্দুন মজলিস ৭৬
ভাষা আন্দোলনের প্রারম্ভিকতা..... ৭৬
ভাষা আন্দোলনের উত্তাল দিন..... ৭৮
ভাষা আন্দোলনের শহিদ..... ৭৯
শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ ৭৯
রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃতি ৮১
যা কিছু একুশে প্রথম..... ৮২
ভাষা আন্দোলনের স্থাপনা ও গান..... ৮৩
যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন..... ৮৪
২১ দফার মূল বিষয়..... ৮৫
পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র..... ৮৬
কাগমারী সম্মেলন..... ৮৬
সামরিক শাসন জারি..... ৮৬
মৌলিক গণতন্ত্র ৮৬
শিক্ষা আন্দোলন ৮৬
পাক-ভারত যুদ্ধ..... ৮৭
১৯৬৬ সালের ছয় দফা ৮৭
আগরতলা মামলা..... ৮৯
১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান..... ৯০
১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ৯২

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ঘটনাপ্রবাহ ৯৩
মুক্তিযুদ্ধকালীন অপারেশন ৯৫
স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র..... ৯৬
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ৯৮
মুজিবনগর সরকারের গঠন ও কার্যাবলি..... ৯৯
মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল ১০২
মুক্তিযুদ্ধের বাহিনী..... ১০৩
সেক্টর ও কমান্ডারগণ..... ১০৪
যুদ্ধে বিদেশি নাগরিকদের অবদান..... ১০৬
কনসার্ট ফর বাংলাদেশ..... ১০৮
মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা..... ১০৯
বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান ১১০
বীরত্বসূচক খেতাব..... ১১১
সাত বীরশ্রেষ্ঠ ১১২
নারী বীর প্রতীক ও মুক্তিযোদ্ধা..... ১১৪
১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের ঘটনাবলি..... ১১৫
চূড়ান্ত বিজয় ও আত্মসমর্পন ১১৬
সিমলা চুক্তি ১১৭
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস, নাটক, গ্রন্থ ১১৯
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র, ভাস্কর্য ১২০

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১২৩
অসমাপ্ত আত্মজীবনী ১২৪
আমার দেখা নয়া চীন..... ১২৫
কারাগারের রোজনামচা..... ১২৫
বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড ও সেনাশাসন ১২৬
মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী পদক্ষেপ..... ১২৭

গণপরিষদ ও সংবিধান

গণপরিষদ ও সংবিধান..... ১২৮
সংবিধান ও গণপরিষদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্ব ১২৮
সংখ্যাময় সংবিধান ১৩০
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান..... ১৩২
বাংলাদেশের আইনসভা..... ১৪৮
জাতীয় সংসদ..... ১৪৮
জাতীয় সংসদ পরিচালনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্ব..... ১৫০
আইনসভা সম্পর্কিত বিভিন্ন টার্ম..... ১৫০
বাংলাদেশের গণভোট ও প্রথম নির্বাচন..... ১৫১
নির্বাহী বা শাসন বিভাগ ১৫২
মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বিভাগসমূহ..... ১৫২
রাষ্ট্রপতি..... ১৫৩
প্রধানমন্ত্রী..... ১৫৪
মন্ত্রিপরিষদ ১৫৪

কেন্দ্রীয় প্রশাসন..... ১৫৫
মাঠ প্রশাসন..... ১৫৫
বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার..... ১৫৫
বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও অন্যান্য সংস্থা..... ১৫৭

বিচার বিভাগ

বাংলাদেশের বিচার বিভাগ..... ১৬০
দেওয়ানী ও ফৌজদারি বিচার..... ১৬০
সুপ্রিম কোর্ট ও অন্যান্য আদালত..... ১৬১
বাংলাদেশের বার কাউন্সিল..... ১৫২

বাংলাদেশের প্রশাসনে প্রথম

প্রথম প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গ..... ১৬৩
প্রশাসনে নারী প্রথম..... ১৬৩
প্রথম চালুকৃত নীতি..... ১৬৩
বাংলাদেশের বৃহত্তম..... ১৬৩
বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ..... ১৬৩
সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান প্রধান..... ১৬৪
গবেষণা কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান..... ১৬৪
চলমান কিছু প্রকল্প..... ১৬৫

প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা বাহিনী

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী..... ১৬৬
বাংলাদেশ বিমানবাহিনী..... ১৬৬
বাংলাদেশ নৌবাহিনী..... ১৬৭
আইনশৃঙ্খলা বাহিনী..... ১৬৭
আন্তবাহিনী সংস্থাসমূহ..... ১৬৭

সুশাসন

সুশাসনের প্রামান্য ধারণা.....১৭০
মূল্যবোধ..... ১৭১
নৈতিকতা..... ১৭২
আইন..... ১৭৩
আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা..... ১৭৩
মানবাধিকার..... ১৭৩
গণতন্ত্র, ই-গভার্নেন্স, বিকল্প সরকার..... ১৭৪
জাতি ও জাতীয়তা..... ১৭৪
সাম্য ও সমাজ..... ১৭৫
চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী..... ১৭৫
সুশীল সমাজ.....১৭৭

বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলি

জাতীয় পদক.....১৭৮
জাতীয় প্রতীক.....১৭৮
সরকারের সিলমোহর.....১৭৯
জাতীয় স্মৃতিসৌধ.....১৭৯
জাতীয় সংগীত.....১৭৯
জাতীয় কবি.....১৮০
জাতীয় বন ও অন্যান্য জাতীয় বিষয়.....১৮১

ভূগোল

বাংলাদেশের অবস্থান ও আয়তন.....১৮৩
বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি.....১৮৩
সীমান্তবর্তী ভারতের পাঁচ রাজ্য.....১৮৫
আয়তন ও সীমানা.....১৮৫
বাংলাদেশের প্রান্তীয় ও সীমান্তবর্তী স্থান.....১৮৭
বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদী ও অন্যান্য.....১৯০
বাংলাদেশের বনজ সম্পদ.....২০০
সুন্দরবন.....২০২
বাংলাদেশের পাহাড়, পর্বত, ঝর্না.....২০৪
সমুদ্রসৈকত, দ্বীপ, লেক.....২০৬
ভৌগোলিক উপনাম ও প্রাচীন নাম.....২০৯
ভূগোলের প্রাথমিক ধারণা.....২১১
মহাবিশ্ব ও জ্যোতিষ্কমন্ডল.....২১২
সৌরজগৎ..... ২১৩
কৃত্রিম উপগ্রহের ইতিহাস.....২১৮
দুর্যোগ.....২২০
আবহাওয়া ও জলবায়ু.....২২৫
অঞ্চলভিত্তিক ভৌত পরিবেশ.....২২৭
ভূত্বকের অভ্যন্তরীণ গঠন ও উপাদান.....২২৯
পৃথিবীর বাহ্যিক গঠন.....২৩০
বিশ্বের বিখ্যাত দ্বীপ.....২৩৪
পৃথিবীর বিশেষ অঞ্চল.....২৩৬
মালভূমি ও সমভূমি.....২৩৮
নদীর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ.....২৩৯
নদীর ক্ষয়জাত ভূমিরূপ.....২৪০

বায়ুমণ্ডল ২৪২
বারিমণ্ডল ২৪৪
মহাসাগরীয় দ্বীপ ২৪৪
স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র ২৪৬
আন্তর্জাতিক নদীর উৎপত্তি ও তীরবর্তী শহর ২৪৭
বিশ্বের প্রধান সমুদ্রবন্দর ২৪৮
সমুদ্রের তলদেশের ভূমিরূপ ২৪৯
বৃষ্টিপাত ২৫০
আবহাওয়া ও জলবায়ু উপাদান ২৫১
কাল্পনিক বৃষ্টিপাতের নাম ২৫৩
পৃথিবীর আকার আকৃতি ২৫৪
আহ্নিক-বার্ষিক গতি ২৫৬
জোয়ার ভাটা ২৫৭
চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ ২৫৮
বিশ্বের বিখ্যাত প্রণালী ও লাইন ২৫৯

শিক্ষা

দেশের প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২৬৮
শিক্ষা কমিশন ২৬৮
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ২৭০
মাধ্যমিক ও সংশ্লিষ্ট বিষয় ২৭১
শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২৭১
শিক্ষা বোর্ড ২৭২
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ২৭২

বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থা

অর্থবিভাগ ২৭৮
মুদ্রা ব্যবস্থা ২৭৯
বাংলাদেশ ব্যাংক ২৮০
গ্রামীণ ব্যাংক ২৮১
বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ২৮১
বিডিএফ ২৮২
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ২৮৩
অর্থনৈতিক মৌলিক ধারণা ২৮৫
শেয়ার বাজার ২৮৭
জরুরী সেবা নম্বর ২৮৯

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী

অঞ্চলভিত্তিক উপজাতি ২৯০
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ২৯২
উপজাতীয় উৎসব ২৯২
জীবনধারা ২৯৪

বাংলাদেশের সম্পদ

বাংলাদেশের কৃষি ২৯৬
বিভিন্ন ফসলের জাত ২৯৮
কৃষি সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য ২৯৮
বাংলাদেশের কৃষি বিষয়ক সংস্থা ২৯৯
বাংলাদেশের বনজ সম্পদ ৩০০
বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ ৩০২
গ্যাসক্ষেত্র ৩০৫
প্রাণিজ সম্পদ ৩০৭
বিদ্যুৎ সম্পদ ৩০৮

বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ(বেজা) ৩১০
বাংলাদেশের EPZ ৩১০
বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর ৩১১
শিল্প মন্ত্রণালয় ৩১১
পোষাক শিল্প ৩১২
ঔষধ শিল্প ৩১২
চামরা শিল্প ৩১২
কাগজ শিল্প ৩১২
চিনি কারখানা ৩১৩
সার কারখানা ৩১৩
পাট শিল্প ৩১৩
জাহাজ শিল্প ৩১৪
পর্যটন শিল্প ৩১৪
সমুদ্র বন্দর ৩১৫

বিভিন্ন দিবস ও সংবাদপত্র

দিবস ৩১৭
বাংলাদেশের সংবাদপত্র ৩১৯
বিখ্যাত সংবাদপত্র ও সম্পাদক ৩২০

বাংলাদেশের শিল্প সংস্কৃতি

বাংলাদেশের বিখ্যাত চারু শিল্পীগণ.....৩২২
সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব.....৩২৫
বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ও অন্যান্য.....৩২৭
দেশীয় যন্ত্র.....৩৩১
দৃশ্যকলা.....৩৩১
স্মৃতিসৌধ ও ভাস্কর্য.....৩৩৩
বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন.....৩৩৮
প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার.....৩৪০
বিখ্যাত মসজিদ.....৩৪৩
প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন.....৩৪৪
কনফিউশন.....৩৪৫

গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান

কিছু জাতীয় প্রতিষ্ঠান.....৩৪৭
বিখ্যাত জাদুঘর.....৩৪৮
অন্যান্য জাদুঘর ও স্থান.....৩৪৯

বাংলাদেশের স্বাস্থসেবা

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র.....৩৫১
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ.....৩৫১
নিপোর্ট.....৩৫১
বার্ড.....৩৫১
গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র.....৩৫২
বারডেম, জীবন তরী.....৩৫২
সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি.....৩৫৩

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ.....৩৫৪
বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয়.....৩৫৫
ঢাকায় আন্তর্জাতিক সংস্থার সদর দপ্তর.....৩৫৬
বাংলাদেশের স্মরণে নির্মিত.....৩৫৬
বৈদেশিক কার্যক্রম.....৩৫৬
কূটনৈতিক মিশন.....৩৫৭
ঐতিহাসিক চুক্তি.....৩৫৮
অন্যান্য চুক্তি.....৩৫৯

পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

সড়ক পথ.....৩৬০
বহুমুখী সেতু.....৩৬০
নৌ পথ.....৩৬১
রেল পথ.....৩৬১
আকাশ পথ.....৩৬১
এশিয়ান হাইওয়ান প্রকল্প.....৩৬২

মিডিয়া ও গণমাধ্যম

বাংলাদেশ টেলিভিশন.....৩৬৪
বাংলাদেশ বেতার.....৩৬৪
বাংলা চলচ্চিত্র.....৩৬৪
ডাক ব্যবস্থা.....৩৬৫
তার ও টেলিফোন ব্যবস্থা.....৩৬৫

বাংলাদেশের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

SDGs.....৩৬৬
MDGs.....৩৬৬
রূপকল্প ২০৪১ বা ভীষণ বাংলাদেশ.....৩৬৬
স্মার্ট বাংলাদেশ.....৩৬৭
ডেল্টা প্লান ২১০০.....৩৬৭
LDC থেকে উত্তোরণ.....৩৬৭

খেলাধুলায় বাংলাদেশ

খেলাধূলায় বাংলাদেশ.....৩৬৯
ক্রিকেট.....৩৬৯
দাবা ও সাঁতার.....৩৬৯

সূচিপত্র

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

এশিয়া মহাদেশ পরিচিতি

এশিয়া মহাদেশে স্বাধীন ৪৪টি দেশ.....৩৭২
এশিয়ার বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম ৩৭৩
আলোচিত অঞ্চল ৩৭৩

দক্ষিণ এশিয়া

ভারত.....৩৭৪
পাকিস্তান.....৩৮০
শ্রীলঙ্কা.....৩৮১
মালদ্বীপ ৩৮২
নেপাল ৩৮৩
ভুটান.....৩৮৪
আফগানিস্তান.....৩৮৫

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও অন্যান্য

ইন্দোচীন.....৩৮৬
কম্বোডিয়া.....৩৮৬
ভিয়েতনাম.....৩৮৬
লাওস ৩৮৭
পূর্ব তিমুর.....৩৮৭
মায়ানমার.....৩৮৭
থাইল্যান্ড.....৩৮৮
ইন্দোনেশিয়া.....৩৮৯
মালয়েশিয়া ৩৯০
ফিলিপাইন.....৩৯০

দূর প্রাচ্য/ উত্তর-পূর্ব এশিয়া

চীন.....৩৯১
উত্তর কোরিয়া ৩৯৬
দক্ষিণ কোরিয়া.....৩৯৭
জাপান.....৩৯৭
তাইওয়ান.....৩৯৮
মঙ্গোলিয়া.....৩৯৮

মধ্য এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য

ইরাক ৪০০
ইরান.....৪০১
সিরিয়া ৪০২
ইসরায়েল.....৪০৩
ফিলিস্তিন ৪০৬
ইয়েমেন ৪০৮
কাতার ৪০৮
লেবানন.....৪০৮
সৌদি আরব.....৪০৮
মিশর.....৪০৯
তুরস্ক.....৪১০

ইউরোপ মহাদেশ

ইউরোপ মহাদেশের স্বাধীন ৪৮টি দেশ ৪১১
ইউরোপ মহাদেশের রাজধানী ও মুদ্রা.....৪১২
ইউরোপ সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা.....৪১২
ইউরোপের বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম.....৪১৩
ইউরোপের যা কিছু বিখ্যাত.....৪১৩
ব্রিটেন.....৪১৩
রাশিয়া ৪১৭
জার্মানি.....৪২১
ফ্রান্স.....৪২৩
গ্রিস ৪২৭

ইতালি.....৪২৯
স্পেন.....৪৩১
ভ্যাটিকান.....৪৩২
অস্ট্রিয়া.....৪৩২
আলবেনিয়া.....৪৩২
পোলান্ড.....৪৩২
ইউক্রেন.....৪৩৩
আয়ারল্যান্ড.....৪৩৩
সান ম্যারিনো.....৪৩৩
বেলজিয়াম.....৪৩৩
পর্তুগাল.....৪৩৪
মোনাকো.....৪৩৪
জর্জিয়া.....৪৩৪
রুমানিয়া.....৪৩৪
সুইজারল্যান্ড.....৪৩৪
বুলগেরিয়া.....৪৩৪
সাইপ্রাস.....৪৩৪
মাল্টা.....৪৩৪

ইউরোপের বিশেষ অঞ্চল

স্ক্যানডিনেভিয়ান.....৪৩৫
বলকান অঞ্চল.....৪৩৬
সাবেক যুগোশ্লাভিয়া.....৪৩৬
ককেশাস.....৪৩৭
বাল্টিক অঞ্চল.....৪৩৭

উত্তর আমেরিকা

উত্তর আমেরিকার স্বাধীন ৪৮টি রাষ্ট্র.....৪৩৮
উত্তর আমেরিকার দেশসমূহের রাজধানী ও মুদ্রা...৪৩৮
উত্তর আমেরিকা সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা.....৪৩৯
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র.....৪৩৯
কানাডা.....৪৪৮
মেক্সিকো.....৪৪৮
মধ্য আমেরিকা সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা.....৪৪৯

দক্ষিণ আমেরিকা

দক্ষিণ আমেরিকা সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা.....৪৫০
আর্জেনটিনা.....৪৫১
ব্রাজিল.....৪৫১
ভেনিজুয়েলা.....৪৫১
চিলি.....৪৫১
বলিভিয়া.....৪৫১
কলম্বিয়া.....৪৫২
ইকুয়েডর.....৪৫২
সুরিনাম.....৪৫২
পেরু.....৪৫২

আফ্রিকা মহাদেশ

আফ্রিকা মহাদেশের ৫৪টি স্বাধীন দেশ.....৪৫৩
আফ্রিকা মহাদেশ সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা.....৪৫৩
আফ্রিকার রাজধানী ও মুদ্রা.....৪৫৪
ইথিওপিয়া.....৪৫৪
মিশর.....৪৫৫
সুয়েজ খাল.....৪৫৫
নীল নদ.....৪৫৫
ক্যাম্পডেভিড চুক্তি.....৪৫৫
সোমালিয়া.....৪৫৬
জিম্বাবুয়ে.....৪৫৬
কেনিয়া.....৪৫৬
মরিশাস.....৪৫৬
মাদাগাস্কার.....৪৫৭
সুদান.....৪৫৭
লিবিয়া.....৪৫৭
তিউনিশিয়া.....৪৫৭
মরক্কো.....৪৫৮
দক্ষিণ সুদান.....৪৫৮
সিয়েরা লিওন.....৪৫৮
লাইবেরিয়া.....৪৫৮
উগান্ডা.....৪৫৮

নাইজেরিয়া ৪৫৮
দক্ষিণ আফ্রিকা.....৪৫৯
আফ্রিকা সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য.....৪৬০

ওশেনিয়া মহাদেশ

ওশেনিয়া দেশসমূহের রাজধানী ও মুদ্রা.....৪৬২
অস্ট্রেলিয়া ৪৬২
নিউজিল্যান্ড.....৪৬৩
মেলানেশিয়া ৪৬৩
পলিনেশিয়া.....৪৬৪
মাইক্রোনেশিয়া.....৪৬৪
এন্টার্কটিকা মহাদেশ.....৪৬৪

সাবেক উপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহ

সাবেক উপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহ ৪৬৫

মানব সমাজের বিবর্তন

মানব সমাজের বিবর্তন.....৪৬৭
সভ্যতার উত্তরণ.....৪৬৮
সভ্যতা সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য ৪৭৪

বিশ্বযুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ৪৭৫
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণ ৪৭৫
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ৪৭৬
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ.....৪৭৯
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি.....৪৭৯
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা ৪৮০
যুদ্ধের সমাপ্তি.....৪৮৪
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাথে জড়িত গ্রন্থ ও স্ট্যাচু.....৪৮৪

জাতিসংঘ

জাতিসংঘ ৪৮৬
একনজরে জাতিসংঘ ৪৮৬
জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা.....৪৯৬
ব্রেটন উড্‌স সম্মেলন.....৪৯৭
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল.....৪৯৭
বিশ্বব্যাংক গ্রুপ ৪৯৮
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা.....৪৯৮

জাতিসংঘের অন্যান্য বিশেষায়িত সংস্থা

UNESCO ৫০০
ILO ৫০০
WHO ৫০০
FAO ৫০০
WFP ৫০১
IOM ৫০২
IFAD ৫০২
IAEA ৫০২
IMO ৫০২
WIPO ৫০২
UPU ৫০২
UNIDO ৫০২
UNICEF ৫০২
ITU ৫০৩
ICAO ৫০৩
UNCTAD ৫০৩
UNHCR ৫০৩
UNCHE ৫০৩
UNDP ৫০৩
UNFPA ৫০৩

জাতিসংঘের নারী বিষয়ক সংগঠন

নারী বিষয়ক সংগঠন..... ৫০৫
CEDAW ৫০৫
UNIFEM ৫০৫
UN Women ৫০৫

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক জোট

G -7 ..... ৫০৬
G -77 ..... ৫০৬
EU ৫০৬
D -8 ..... ৫০৮
CIRDAP ৫০৮
APEC ৫০৮
OPEC ৫০৮
G -20 ..... ৫০৯
ADB ৫১০
OECD ৫১০
BRICS ৫১০

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক জোট

আরব লীগ ৫১২
OIC ৫১২
NAM ৫১৪
Commonwealth ৫১৪
AU ৫১৫
OAS ৫১৫

আন্তর্জাতিক সামরিক সংগঠন

ন্যাটো ৫১৬
অকাস ৫১৬
আনজুস ৫১৬
IMCTC ৫১৬
UNODA ৫১৭
OPCW ৫১৭
CSDP ৫১৭
ASF ৫১৭
Interpol ৫১৭
কোয়াড ৫১৭

অন্যান্য জোট ৫১৮
আন্তর্জাতিক দাতব্য সংগঠন ৫২০

বিখ্যাত কয়েকটি কনভেনশন

জেনেভা ৫২১
রামসার ৫২১
ভিয়েনা ৫২১
বাসেল ৫২১
অন্যান্য কনভেনশন ৫২২

আন্তর্জাতিক পরিবেশগত ইস্যু

জীব ও বৈচিত্র সংরক্ষণ কনভেনশন ৫২৩
UNFCCC ৫২৩
V -20 ..... ৫২৩
IPCC ৫২৩
UNEP ৫২৩
ধরিত্রী সম্মেলন ৫২৪
বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন ৫২৪
পরিবেশ সংক্রান্ত দিবস ৫২৪

আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী সংস্থা

IUCN ৫২৬
WWF ৫২৬
Greenpeace ৫২৬
WRI ৫২৬
Friday For Future ৫২৬
পরিবেশ বিষয়ক অন্যান্য তথ্য ৫২৬

বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থা

সার্ক ৫২৮
আসিয়ান ৫৩০
আসিয়ানের আঞ্চলিক ফোরাম ৫৩০
GCC ৫৩১
CIRDAP ৫৩১

এশিয়ার বিশেষ অঞ্চল

এশিয়ার বিশেষ অঞ্চল ৫৩২
পৃথিবীর বিভিন্ন বিশেষ অঞ্চল ৫৩২
আলোচিত গেরিলা ও গোয়েন্দা সংগঠন..... ৫৩৪
বিভিন্ন গেরিলা এবং রাজনৈতিক দল ৫৩৫

বিখ্যাত বিপ্লব

রুশ বিপ্লব ৫৩৭
ফরাসী বিপ্লব ৫৩৮
রেঁনেসা..... ৫৩৯
শিল্প বিপ্লব..... ৫৩৯
ইরানের ইসলামি বিপ্লব ৫৪০
শ্রমিক বিপ্লব..... ৫৪০
চীনা বিপ্লব..... ৫৪০
আরব বসন্ত বিপ্লব ৫৪১
আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ স্কয়ার..... ৫৪১
সবুজ বিপ্লব..... ৫৪১

উল্লেখযোগ্য যুদ্ধসমূহ

স্নায়ু যুদ্ধ..... ৫৪২
প্রথম ও দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধ..... ৫৪৩
প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ..... ৫৪৩
ওয়াটার লু যুদ্ধ ৫৪৩
ট্রাফালগার যুদ্ধ ৫৪৩
ফকল্যান্ড যুদ্ধ..... ৫৪৩
ভিয়েতনাম যুদ্ধ..... ৫৪৩
শতবর্ষ যুদ্ধ ৫৪৪
ইরাক-ইরান যুদ্ধ ৫৪৪
রুশ-জাপান যুদ্ধ..... ৫৪৪
চীন-জাপান যুদ্ধ..... ৫৪৪
ইঙ্গ-বার্মা যুদ্ধ..... ৫৪৪
ক্রিমিয়া যুদ্ধ..... ৫৪৪
আমেরিকান গৃহযুদ্ধ ৫৪৪
ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত যুদ্ধ ৫৪৫
কিছু কুখ্যাত গণহত্যা ৫৪৭

ঐতিহাসিক চুক্তিসমূহ

ঐতিহাসিক চুক্তিসমূহ..... ৫৪৮
কূটনৈতিক পরিভাষা..... ৫৫৪
রাজনৈতিক টার্ম ৫৫৫

মধ্যযুগ

রোমান সাম্রাজ্য..... ৫৫৬
আরবিয় সভ্যতার উত্থান ও বিকাশ..... ৫৫৭

দেশভিত্তিক মুদ্রা

ডলার ৫৫৯
ইউরো ও অন্যান্য মুদ্রা..... ৫৫৯
ডিজিটাল মুদ্রা ও স্টক একচেঞ্জ..... ৬৬০

ভৌগোলিক উপনাম

ভৌগোলিক উপনাম..... ৬৬২
বিখ্যাত ব্যক্তিদের উপাধি..... ৫৬৪
বিশ্বের বিভিন্ন উপজাতি..... ৫৬৪
স্থাপত্য..... ৫৬৬
বিখ্যাত বাসভবন..... ৫৬৬
বিভিন্ন দেশের সচিবালয়..... ৫৬৬

বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনী

বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনী..... ৫৬৮
বিখ্যাত দার্শনিক..... ৫৬৯
বিখ্যাত বিজ্ঞানী..... ৫৭০
বিখ্যাত গ্রন্থাবলি..... ৫৭২
বিখ্যাত মনীষীর উক্তি..... ৫৭৮

বিখ্যাত আইনসভা ও অন্যান্য

বিখ্যাত আইনসভা..... ৫৮১
আয়তনে বৃহত্তম-ক্ষুদ্রতম ৫৮২
বিশ্বের দীর্ঘতম..... ৫৮৩
বিশ্বের বৃহত্তম..... ৫৮৩
বিশ্বের উচ্চতম ৫৮৩
বিভিন্ন বিষয়ের উদ্ভব ও স্থান..... ৫৮৪
বিশ্বের প্রথম ব্যক্তি বা বস্তু ৫৮৪
বিশ্বের ইতিহাসে নারী..... ৫৮৪

বিভিন্ন দেশের প্রচলিত ভাষা

বিভিন্ন দেশের ভাষা.....৫৮৭
বিমান সংস্থা.....৫৮৯
বিমানবন্দর.....৫৮৯
বিভিন্ন দেশের জাতীয় প্রতীক.....৫৯০

বিভিন্ন বিষয় বা শাস্ত্রের জনক

শাস্ত্রের জনক.....৫৯১
বিভিন্ন তত্ত্বের জনক.....৫৯২
বিভিন্ন দেশের প্রাচীন নাম.....৫৯৩

বিভিন্ন দেশের সংবাদ সংস্থা

বিভিন্ন দেশের সংবাদ সংস্থা.....৫৯৫
বিখ্যাত নিউজ চ্যানেল.....৫৯৫

বিখ্যাত চিত্রকর্ম

বিখ্যাত চিত্রকর্ম.....৫৯৮
দার্শনিক মতবাদ.....৫৯৯

ধর্ম

ইসলাম.....৬০২
হিন্দু.....৬০৪
বৌদ্ধ.....৬০৪
খ্রিষ্টান.....৬০৫
জৈনধর্ম.....৬০৬
ইহুদি ধর্ম.....৬০৬

নোবেল ও অন্যান্য পুরস্কার

নোবেল.....৬০৭
ম্যাগসেসে পুরস্কার.....৬০৯
অস্কার.....৬০৯
বুকার.....৬০৯
পুলিৎজার.....৬০৯
অন্যান্য পুরস্কার.....৬১০
বিশ্বের বিখ্যাত ব্যাংক.....৬১১

খেলাধুলা

খেলা সম্পর্কিত শব্দগুচ্ছ.....৬১২
অলিম্পিক.....৬১৩
ক্রিকেট.....৬১৪
ফুটবল.....৬১৮
ফিফা ও বিশ্বকাপ ফুটবল.....৬১৮
টেনিস, কাবাডি, ব্যাডমিন্টন.....৬২০
দাবা.....৬২১
হকি.....৬২১
বাস্কেটবল.....৬২১
গলফ, ভলি, মুষ্টিযুদ্ধ.....৬২২
আগাম বার্তা.....৬২২

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি.....৬২৪
মৌলিক তথ্য.....৬২৪
কম্পিউটারের যত কথা.....৬২৪
ICT: Abbreviation.....৬২৫
কম্পিউটারের গাণিতিক প্রক্রিয়া.....৬২৭
সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট.....৬২৮
অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য.....৬২৯
বিবিধ.....৬২৯
নিত্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটিং.....৬৩০
আধুনিক উদ্ভাবন.....৬৩১
বিজ্ঞান সংক্রান্ত.....৬৩১
আধুনিক পরিমাপ যন্ত্র.....৬৩২
আবিষ্কার.....৬৩২
International Abbreviation.....৬৩৩

মৌলিক বিষয় (এইচ.এস.সি)

ইতিহাস প্রথম পত্র.....৬৩৫
ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র.....৬৩৮
অর্থনীতি প্রথম পত্র.....৬৪২
অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্র.....৬৪৭
সমাজকর্ম ১ম পত্র.....৬৫০

সমাজকর্ম ২য় পত্র ৬৫৫
সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র..... ৬৫৭
সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র..... ৬৬১
পরিসংখ্যান ৬৬৬
পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র..... ৬৬৬
পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র..... ৬৭০
যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র ৬৭৫
যুক্তিবিদ্যা ২য় পত্র ৬৮০
ভূগোল ১ম পত্র ৬৮৬
ভূগোল ২য় পত্র ৬৯৩
ইসলামের ইতিহাস ১ম ৬৯৮
ইসলামের ইতিহাস ২য় ৬৯৯
মনোবিজ্ঞান..... ৭০০
আইসিটি..... ৭০১
দৈনন্দিন সাধারণ বিজ্ঞান ৭০৮

বাংলার ইতিহাস

- ই. এইচ. কারের মতে, ইতিহাস হল বর্তমান ও অতীতের মধ্যে এক অন্তহীন সংলাপ।
- ইতিহাসের জনক গ্রিক বিজ্ঞানী হেরোডটাস বলেন, ইতিহাস হলো অতীত ঘটনাবলির অনুসন্ধান করে যা লেখা।
- ইতিহাসের কার্যাবলির উপর ভিত্তি করে ইতিহাসের উপাদানগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা; অলিখিত ও লিখিত।

অলিখিত বা প্রত্নতত্ত্ব উপাদান: প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শনসমূহ মূলত অলিখিত উপাদান। যেমন : শিলালিপি, স্তম্ভলিপি, তাম্রলিপি, মুদ্রা, ইমারত ইত্যাদি। এ সমস্ত প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তৎকালীন অধিবাসীদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার স্পষ্ট ধারণা মেলে। উদাহরণসরূপ বলা যায়, অধ্যাপক কানিংহামের সন্ধানকৃত সিন্ধু সভ্যতা (১৫০০ বছর আগে ধ্বংসপ্রাপ্ত), বাংলাদেশের বগুড়ার মহাস্থানগড়, নওগাঁর পাহাড়পুর (সোমপুর বিহার), কুমিল্লার ময়নামতি ইত্যাদি স্থানের প্রত্নতত্ত্ব। নতুন নতুন প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কার বদলে দিতে পারে একটি জাতির ইতিহাস। যেমন- সম্প্রতি নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কার। ঐ অঞ্চলের প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শনে প্রমাণ হয়েছে যে, বাংলাদেশে ২৫০০ বছর পূর্বেও নগর সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল।

ইতিহাসের লিখিত উপাদান: পৃথিবীতে কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিক লিখিত বিবরণকে ইতিহাসের লিখিত উপাদান বলা হয়। দেশি- বিদেশি সাহিত্য, দলিলপত্র, দেশি-বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ প্রভৃতি হল ইতিহাসের লিখিত উপাদান। উদাহরণস্বরূপ- চৈনিক ইতিহাসের জনক সু-মা-কিয়েনের সংকলিত 'ঐতিহাসিক দলিল' যেখানে কুষাণ সাম্রাজ্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সাহিত্যের রূপকথা, কিংবদন্তি ও গল্পকাহিনী; বেদ; কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'; আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'; সরকারি নথি , চিঠিপত্র; খ্রিস্টীয় ৫ম থেকে ৭ম শতকে বাংলায় আগত চীনা পরিব্রাজক, যেমন- ফা হিয়েন, হিউয়েন সাং ও ইৎসিং-এর লিখিত বিবরণ প্রভৃতি।

বাঙালি জাতির উৎপত্তি

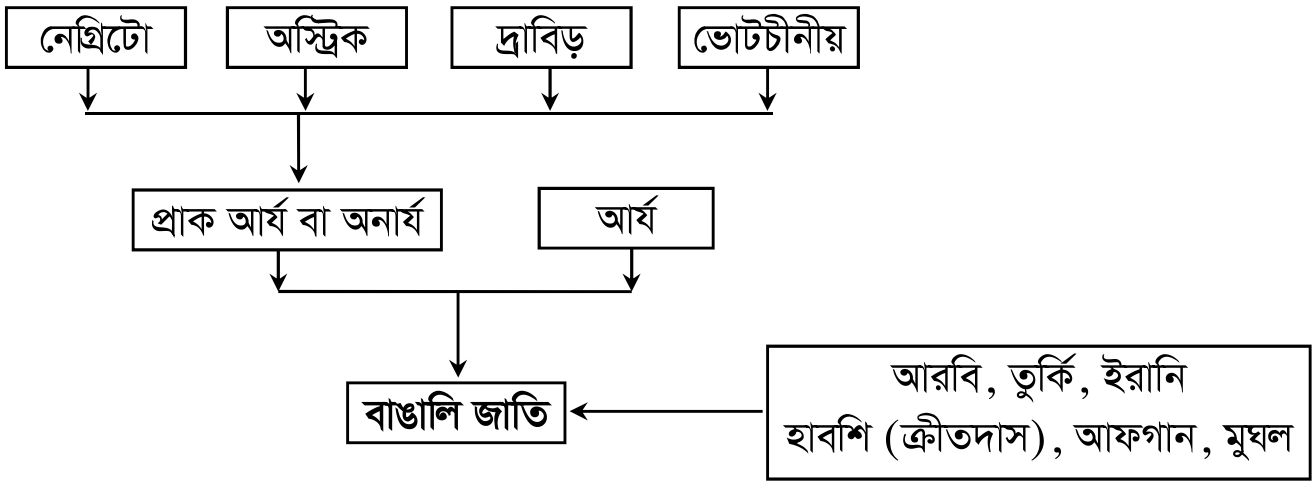

অনার্য বা প্রাক আর্য জাতিগোষ্ঠী

অনার্য ও আর্য	বিবরণ
নেগ্রিটো	☑ বাঙ্গালীর সবচেয়ে প্রাচীন পূর্বপুরুষ হলো নেগ্রিটোরা। ☑ বর্তমানে সাঁওতাল, ভীল, মুন্ডা, হাড়ি, চণ্ডাল ও ডোম উপজাতি নেগ্রিটোদের উত্তরসূরী। ☑ বিশেষ করে সুন্দরবন, ময়মনসিংহ ও যশোর অঞ্চলে এদের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। ☑ নেগ্রিটো বা নিগ্রোরা মূলত সেন্ট্রাল আফ্রিকান বংশদ্ভূত।
অস্ট্রিক	☑ অস্ট্রিক জাতির আরেক নাম 'নিষাদ জাতি'। ☑ প্রাচীন অস্ট্রিক জাতির ভাষার নাম ছিল- অষ্ট্রিক ভাষা। ☑ বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে অস্ট্রিক জাতি থেকে। ☑ প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বে ইন্দোচীন থেকে আসাম হয়ে বাংলায় প্রবেশ করে।

	☑ নেগ্রিটোদের উৎখাত করে সিন্ধু-বিধৌত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। ☑ বাঙ্গালী জাতিধারায় কোন জনগোষ্ঠীর প্রভাব সবচেয়ে বেশি- আদি অস্ট্রেলীয়।
দ্রাবিড়	☑ দ্রাবিড়রা বাংলায় অনুপ্রবেশকারী হিসেবে খ্যাত। ☑ সিন্ধুর হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতার স্রষ্টা দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী। ☑ দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তর তামিল জনগোষ্ঠী দ্রাবিড়দের উত্তরসূরী। ☑ দ্রাবিড়রা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে বর্তমান দক্ষিণ এশিয়ায় প্রবেশ করে।
ভোটচীনীয়	☑ ভোটচীনীয়দের আরেক নাম- মঙ্গোলীয় জাতি। ☑ ভোটচীনীয়রা (Sino-Tibetan) ইন্দোচীন (কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম) হতে আগমন করে। ☑ **ভোটচীনীয়:** চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, হাজং, গারো, রাখাইন, ম্রো, কোচ ইত্যাদি।
আর্য নরগোষ্ঠী	☑ যারা ল্যাটিন-হিব্রু-জার্মান ভাষা কথায় বলে। ☑ আর্যদের আদি নিবাস ছিল ইউরাল পর্বতের দক্ষিণে বর্তমান মধ্য এশিয়া-ইরানে। ☑ **ভারতবর্ষে প্রবেশ:** ১৫০০ অব্দে। ☑ **ধর্মগ্রন্থের নাম:** বেদ। বেদের সংখ্যা চারটি: ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। ☑ সিন্ধু সভ্যতা পতনের পর আর্য বা বৈদিক সভ্যতা গড়ে উঠে। আর্য ভাষার প্রথম স্তর ছিল বৈদিক।

অতিরিক্ত তথ্যাবলি:

- আর্যদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী- বেদ।
- বাঙ্গালি জাতির পরিচয়- শংকর জাতি হিসেবে।
- বাংলার আদি জনপদগুলোর ভাষা ছিল- অস্ট্রিক।
- নেগ্রিটোদের উৎখাত করে কোন জাতি- অস্ট্রিক।
- বাংলার জাতি মূলত যে শাখার বংশধর- আর্য শাখার।
- আর্য সংস্কৃতি সর্বাধিক বিকশিত হয় কোন আমলে- পাল আমলে।
- বাংলার স্বাধীন রাজ্যের গোড়াপত্তন হয় কোন যুগে- মৌর্য যুগে।
- বাংলাকে সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয় কোন আমল থেকে- মৌর্যদের আমল থেকে।

বাংলা নামের উৎপত্তি

আবুল ফজল "বাঙালা" নামের ব্যাখ্যায় তাঁর "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থে বলেন, বাঙালার আদি নাম ছিল 'বঙ্গ'। আদিকালে এখানে জলাবদ্ধতা রোধ করার জন্য রাজারা ১০ গজ উঁচু ও ২০ গজ বিস্তৃত প্রকাণ্ড 'আল' নির্মাণ করতেন। বঙ্গের সাথে "আল" যুক্ত হয়ে "বাঙ্গাল" বা "বাঙালা" নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে আবুল ফজল মনে করেন।

প্রাচীন বাংলার ঐতিহাসিক গ্রন্থ

কৌটিল্য	অর্থশাস্ত্র	আবুল ফজল	আইন-ই-আকবরী	মহিদাস	ঐতরেয় আরণ্যক
কলহন	রাজতরঙ্গিনী	গোলাম হোসেন সলিম	রিয়াজ আস সালাতিন	আবুল ফজল	আকবরনামা (৩ খন্ড)

- ☑ সর্বপ্রথম 'বঙ্গ' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়- ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে।
- ☑ দেশবাচক 'বাংলা' শব্দের প্রথম ব্যবহার হয় আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরি' গ্রন্থে।
- ☑ প্রাচীন বঙ্গ দেশের সীমানার উল্লেখ পাওয়া যায়- ড. নীহাররঞ্জন রায়ের "বাঙ্গালির ইতিহাস" নামক গ্রন্থে।
- ☑ তামার পাতের উপর লেখাই ইতিহাসে তাম্রলিপি নামে পরিচিত।
- ☑ প্রাচীনকালে রাজারা তামার পাতে খোদাই করা বিভিন্ন ঘোষণা বা নির্দেশই হল- তাম্রশাসন।

চাকুরী পরিক্ষা ও ভর্তি পরিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ

১. আর্যদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী ছিল? [৪৩তম বিসিএস-২০২১, চবি খ ০৮-০৯]

ক. মহাভারত খ. রামায়ণ গ. গীতা ঘ. বেদ

২. কোন গোষ্ঠী থেকে বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে? [২৮, ৩৬ BCS]

ক. দ্রাবিড় খ. নেগ্রিটো গ. ভোটচীন ঘ. অস্ট্রিক

৩. বাংলাদেশে বসবাসকারী উপজাতিদের বড় অংশ- [জাবি, এফ ১৭-১৮, শাবিপ্রবি খ ০৩-০৪]

ক. মঙ্গোলয়েড খ. সেমেটিক গ. অস্ট্রালয়েড ঘ. ককেশীয়

৪. আর্য এটি কিসের নাম? [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (কলা: ২০১৯-২০)]

ক. ভাষার নাম খ. জাতিগোষ্ঠীর নাম গ. গ্রহপুঞ্জের নাম ঘ. স্থানের নাম

৫. বেদ এর কয়টি ভাগ রয়েছে? [চবি খ-ইউনিট ২০২০-২০২১; সেট-২, হালদা-২]

ক. ৫টি খ. ৪টি গ. ৩টি ঘ. ২টি

৬. বাংলার আদি জনপদের অধিবাসীরা কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত? [চবি চ ০৩-০৪]

ক. বাঙালি খ. আর্য গ. নিষাদ ঘ. আলপাইন

৭. বাংলা আদি অধিবাসীগণ কোন ভাষাভাষী ছিল? [৪২তম বিসিএস-২০২১, চবি-ঘ, ২০২০-২১, রেলওয়ে ,০০]

ক. সংস্কৃত খ. বাংলা গ. অস্ট্রিক ঘ. হিন্দি

৮. প্রাচীন বঙ্গ দেশের সীমানার উল্লেখ পাওয়া যায়- ড. নীহাররঞ্জন রায়ের কোন রচনায় - [জাবি 'C' ১৪-১৫]

ক. অর্থশাস্ত্র খ. বাঙ্গালার ইতিহাস গ. কৌটিল্য গ্রন্থ ঘ. বাঙ্গালির ইতিহাস

৯. বাংলা ও বাঙলা নামের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যার রচনায় তিনি- [জাবি গ ১৪-১৫]

ক. আবুল ফজল খ. মুন্সি এলাহী বক্স গ. আমীর খসরু ঘ. মিনহাজ-ই-সিরাজ

১০. সর্বপ্রথম 'বঙ্গের' উল্লেখ পাওয়া যায় [জাবি গ ১৪-১৫]

ক. রামচরিত খ. চণ্ডীমঙ্গল গ. ঐতরেয় আরণ্যকে ঘ. করতোয়া

১১. আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল? [শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মেডিকেল অফিসার-২০০৩]

ক. হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের দক্ষিণে ক. ইউরাল পর্বতের দক্ষিণে তৃণভূমি অঞ্চলে

গ. আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্ব পাহাড়ি এলাকায় ঘ. ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে

১২. রাজতরঙ্গিনী ইতিহাস গ্রন্থের রচয়িতা কে? [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (কলা: ২০১৫-১৬)]

ক. হেরোডোটাস খ. কলহন গ. আবুল ফজল ঘ. জিয়াউদ্দিন

১৩. তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থ রচনা করেন কে? [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (কলা: ২০১৫-১৬)]

ক. মিনহাজ-ই-সিরাজ খ. আবুল ফজল গ. শাহ-মুহম্মদ সগীর ঘ. মির্জা নাথান

উত্তর	১. ঘ	২. ঘ	৩. ক	৪. খ	৫. খ	৬. গ	৭. গ	৮. ঘ	৯. ক	১০. গ	১১. খ	১২. খ	১৩. ক

উপমহাদেশে আগত পরিব্রাজক

পরিব্রাজকের নাম	দেশের নাম	গ্রন্থ	যার আমলে আসেন
মেগাস্থিনিস	গ্রিস	ইন্ডিকা	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
ফা-হিয়েন (১ম)	চীন	ফো-কুয়ো-কিং	দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত
হিউয়েন সাঙ	চীন	সিদ্ধি	হর্ষবর্ধন
মা-হুয়ান	চীন	মুসলিম চৈনিক	গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (১৪০৬ সালে)
ইবনে বতুতা	মরক্কো	কিতাবুল রেহেলা, সফরনামা	ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ (১৩৪৬ সালে)
সু-মা-কিয়েন	চৈনিক ইতিহাসের জনক	ঐতিহাসিক দলিল (খিষ্টপূর্ব ৯৪ অব্দ)	ভারতের কূষাণ সাম্রাজ্যের ধারণা মেলে

চাকুরী পরিক্ষা ও ভর্তি পরিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ

১. কোশল-এর রাজধানী ছিল- [জাবি 'C' ১৪-১৫]

ক. শ্রাবস্তি খ. পাটনাপুত্র গ. তক্ষশীলা ঘ. মথুরা

২. রাজা কণিষ্ক কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন? [চবি, খ ১৯-২০]

ক. জরথুস্ত্র খ. বৌদ্ধ ধর্ম গ. হিন্দু ধর্ম ঘ. বাহাই

৩. চীন দেশের কোন ভ্রমণকারী গুপ্তযুগে বাংলাদেশের আগমন করেন? [শ্রম অধিদপ্তরে শ্রম অফিসার, ৯৬]

ক. হিউয়েন সাং খ. ফা হিয়েন গ. আইসিং ঘ. সবগুলো

৪. সফরনামা, কিতাবুল রেহেলো গ্রন্থগুলোর গ্রন্থের রচয়িতা [রাবি, এ ১১-১২]
ক. মালিক কাফুর খ. খসরু খান গ. ইবনে বতুতা ঘ. সাদি খান

৫. নিচের কোন চৈনিক পরিব্রাজক মুসলিম ছিলেন? [স্পেশাল অনুশীলন]
ক. হিউয়েন সাং খ. ফা হিয়েন গ. মা-হুয়ান ঘ. আইসিং

৬. ইবনে বতুতা কোন শতাব্দীতে বাংলাদেশে আসেন? [রাবি, ক অনুষদ (২০১২-১৩)]
ক. চতুর্দশ খ. পঞ্চদশ গ. ত্রয়োদশ ঘ. সপ্তদশ

৭. ইবনে বতুতা কার শাসনামলে বাংলায় আসেন? [জবি-খ. ০৬-০৭, ঘ-০৫-০৬/ DU খ. ০৩-০৪]
ক. ফিরোজ শাহ খ. হাজী ইলিয়াস শাহ গ. ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ ঘ. হোসাইন শাহ

৮. জিয়াউদ্দিন বারানী একজন- [রাবি (ক অনুষঃ ১০-১১)]
ক. সুলতান খ. সম্রাট গ. কবি ঘ. ঐতিহাসিক

৯. হিয়েন সাং বাংলার যে অঞ্চল ভ্রমণ করেন- [রাবি (কলাঃ ১৯-২০]
ক. কামরূপ খ. সমতট গ. তাম্রলিপ্ত ঘ. উপরের সবগুলো

১০. চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-এর দীক্ষাগুরু কে ছিলেন? [৩৫তম বিসিএস]
ক. অতীশ দীপঙ্কর খ. শীলভদ্র গ. মাহুয়ান ঘ. মেগাস্থিনিস

১১. মহাস্থবীর শীলভদ্র কোন মহাবিহারের আচার্য ছিলেন? [৩৫তম বিসিএস/ ডাক বিভাগের হিসাব সহকারী : ২২]
ক. আনন্দ বিহার খ. নালন্দা বিহার গ. গোসিপো বিহার ঘ. সোমপুর বিহার

১২. চীনা পরিব্রাজক মা-হুয়ান সোনারগাঁও সফর করেন- [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (ক অনুষদঃ ১২-১৩)]
ক. ১৩৪৬ খ. ১৪৪৬ গ. ১৪০৬ ঘ. ১৫০৬

উত্তর	১. ক	২. খ	৩. খ	৪. গ	৫. গ	৬. ক	৭. গ	৮. ঘ	৯. ঘ	১০. খ	১১. খ	১২. গ

প্রাচীন বাংলার জনপদ

প্রাচীন যুগে বাংলা নামে কোনো অখণ্ড রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিলনা। মূলত, বাংলার যাত্রা শুরু হয় বিক্ষিপ্ত জনপদগুলোর মধ্য দিয়ে। গুপ্ত, পাল ও সেন প্রভৃতি আমলের উৎকীর্ণ শিলালিপি ও বিভিন্ন সাহিত্যগ্রন্থে প্রাচীন বাংলায় প্রায় ১৬টি জনপদের কথা জানা যায় (বাংলায় ছিল ১০টি)। পুণ্ড্র জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় বৈদিক সাহিত্য ও মহাভারতে। জনপদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন জনপদ হল পুন্ড্র (পুণ্ড্রবর্ধন) আর আয়তনে বৃহত্তম ও প্রথম স্বাধীন জনপদ ছিল বঙ্গ। নিম্নে বিস্তারিত আলোকপাত করা হল।

জনপদের নাম	বিবরণ
পুণ্ড্র	❖ **বিশেষত্ব :** বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদ হল- পুন্ড্র জনপদ। ❖ **অন্তর্ভূক্ত অঞ্চল :** রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া। (শর্টকাট: রংরাদিব) ❖ **রাজধানীর :** পুণ্ড্রনগর/পুণ্ড্রবর্ধন (মহাস্থানগড় করতোয়া নদীর তীরে, বগুড়া)। ❖ **মহাস্থানগড়ে পাওয়া যায় :** খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের শাসনকালের পাথরের চাকতিতে খোদাই করা প্রাচীনতম শিলালিপি। পুণ্ড্র স্বাধীন সত্তা হারায় অশোকের রাজত্বকালে। ❖ **পুণ্ড্র জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় :** বৈদিক সাহিত্য ও মহাভারতে।
গৌড়	☑ **অন্তর্ভূক্ত অঞ্চল :** চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া। (শর্টকাট: চাপাই মামুন) ☑ **গৌড়ের প্রথম ধারণা মেলে :** ব্যাকরণবিদ পাণিনির গ্রন্থে। ☑ **রাজধানী :** কর্ণসুবণ, মুর্শিদাবাদ। *** ☑ **গৌড়ের স্বাধীন নৃপতি ছিলেন :** গৌড়রাজ শশাংক। **** ☑ গৌড় জনপদ গড়ে উঠেছিল ভাগীরথী নদীর তীরে (পূর্বদেশের জনপদ নামে খ্যাত)। ☑ গৌড় জনপদের বাংলাদেশের একমাত্র জেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ। ☑ শশাঙ্কের শাসনামলের পরে বঙ্গদেশ তিনটি জনপদে বিভক্ত ছিল। যথা **পুণ্ড্র, গৌড় ও বঙ্গ** এই অঞ্চলের রাজাদের ***গৌড়রাজ*** উপাধির জন্য গৌড় নামটি সমগ্র বাংলাকে নির্দেশ করতো। ☑ ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলায় সৃষ্টি হয়: মাৎস্যন্যায়। ☑ মুসলিম যুগে গৌড় জনপদটি লক্ষণাবতী নামে পরিচিতি ছিল। ****
বঙ্গ	✪ **বিশেষত্ব:** আয়তনে বৃহত্তম ও প্রথম স্বাধীন জনপদ। ✪ গঙ্গা/পদ্মা ও ভাগীরথীর মাঝখানের অঞ্চলকে বলা হতো- বঙ্গ। **** ✪ **প্রাচীন শিলালিপিতে বঙ্গ :** ২ ভাগে বিভক্ত: **ক. বিক্রমপুর** (পদ্মার উত্তরাঞ্চল): মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও নারায়ণগঞ্জ । **খ. নাব্য :** (পদ্মার দক্ষিণাঞ্চল): বরিশাল, ফরিদপুর, বাগেরহাট, পটুয়াখালী। ✪ নাব্যের রাজধানী ছিল- বরিশাল, রাজা ত্রৈলোকচন্দ্রের নামানুসারে (চন্দ্রদ্বীপ)। ✪ দ্বার ভাঙ্গা বা দ্বার-ই-বঙ্গ নামে পরিচিত- ত্রিহুত। ****
হরিকেল	☑ **অন্তর্ভূক্ত অঞ্চল :** সিলেট থেকে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ☑ **অবস্থান :** বাংলার পূর্বাঞ্চল। ☑ **রাজধানী :** শ্রীহট্ট (সিলেট)। ☑ **ভ্রমণ করে :** চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ সপ্তম সতকে ভ্রমন করেন।
সমতট	❖ **অন্তর্ভূক্ত অঞ্চল :** বৃহত্তর কুমিল্লা, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা ❖ **অবস্থান :** গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্ব তীর থেকে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত অঞ্চলকে বলা হতো- সমতট ❖ **রাজধানী :** কুমিল্লা শহর ১২ মাইল পশ্চিমে- বড় কামতা (রোহিতগিরি)। ❖ **সন্ধান মেলে :** শালবন বিহারের (ময়নামতি)। ❖ **ভ্রমণ করে :** চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের মতে, কামরূপে 'সমতট' নামে জনপদ ছিল।

জনপদের নাম	বিবরণ
বরেন্দ্র	✪ **অন্তর্ভূক্ত অঞ্চল :** রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর ও পাবনা জেলা (শর্টকাট- রংরাদিপ)। ✪ **অবস্থান :** গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চল (শক্ত মাটির জনপদ)। ✪ **জনপদটির অন্য আরেক নাম :** বারেন্দ্রী জনপদ ✪ **পালদের পিতৃভূমি বলা হয় :** বরেন্দ্র জনপদকে। ✪ **অংশ ছিল :** পুন্ড্র জনপদের অংশ হওয়ায় বরেন্দ্রকে অসম্পূর্ণ জনপদ বলা হয়। ✪ **বাংলাদেশের প্রথম যাদুঘর :** "বরেন্দ্র যাদুঘর" রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১০ সালে।
চন্দ্রদ্বীপ	☑ **বিশেষত্ব :** বাংলার জনপদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র জনপদ- চন্দ্রদ্বীপ। ☑ **বরিশাল জেলার পূর্ব নাম :** বাকলা (চন্দ্রদ্বীপ)। ☑ **অংশ ছিল :** বঙ্গ জনপদের অংশ ছিল তাই এটি স্বাধীন জনপদ নয়। ☑ **অবস্থান :** বালেশ্বর ও মেঘনা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে। ☑ বর্তমান বরিশাল জেলাই ছিল চন্দ্রদ্বীপের মূল ভূ-খণ্ড ও প্রাণকেন্দ্র।
তাম্রলিপ্ত	▪ **অবস্থান :** হরিকেলের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল- তাম্রলিপ্ত জনপদ। ▪ **অপর নাম :** সপ্তম শতক থেকে এটি দণ্ডভুক্তি নামে পরিচিত হয়। ▪ **বাংলার প্রাচীন বন্দর :** গ্রিক বীর টলেমির মানচিত্রে বাংলায় 'তমলিটিস' নামে যে বন্দরনগরীর উল্লেখ পাওয়া যায়, সেটি মূলত তাম্রলিপ্ত যা বাংলার প্রাচীনতম বন্দর। ▪ **তাম্রলিপি :** তামার পাতে খোদাই করা রাজ শাসনাদেশ।
রাঢ়	• **অবস্থান :** ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চল (বর্তমানে বর্ধমান জেলায়)। • **অপর নাম :** রাঢ় জনপদের আরেক নাম- সূক্ষ্ম (রহস্যময়ী) জনপদ। • **রাজধানী :** কোটিবর্ষ। রাঢ় জনপদ ২টি অংশে বিভক্ত ছিল; দক্ষিণ ও উত্তর রাঢ় জনপদ।
বাকেরগঞ্জ	**সীমানা :** খুলনা, বরিশাল, বাগেরহাট। (শর্টকাট : বাকের খুবহাটে)
আরাকান	**সীমানা :** কক্সবাজার, বার্মার কিয়দংশ ও কর্ণফুলি নদীর দক্ষিণাঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠে।
সপ্তগাঁও	**সীমানা :** বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল ও খুলনা। (শর্টকাট-বঙ্গখুল)
বিক্রমপুর	বর্তমান মুন্সিগঞ্জ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নিয়ে এ জনপদ গড়ে উঠেছিল।
কামরূপ	**সীমানা :** রংপুর, ভারতের জলপাইগুড়ি ও আসামের কামরূপ জেলা নিয়ে বিস্তৃত ছিল।

বিখ্যাত রাজধানী [*****]

রাজা/শাসনামল	রাজধানী	রাজা/শাসনামল	রাজধানী
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য	পাটালিপুত্র	মুহাম্মদ বিন তুঘলক	দিল্লী/দেবগিরি
অশোক ও গুপ্ত বংশ	পুণ্ড্রনগর	স্বাধীন সুলতানী আমল	গৌড়
শশাঙ্ক	কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ)	আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্	একডালা
হর্ষবর্ধন	কনৌজ (উত্তর প্রদেশ)	সম্রাট জাহাঙ্গীর/ইসলাম খান	ঢাকা
দেব রাজাদের রাজধানী	ময়নামতি (কুমিল্লা)	ঈশা খাঁ, ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ্	সোনারগাঁও
ধর্মপাল	সোমপুর বিহার	মুর্শিদকুলি খান	মুর্শিদাবাদ
লক্ষণ সেন	গৌড় ও নদীয়া বা নবদ্বীপ	মীর কাসিম	মুঙ্গের
ইখতিয়ার উদ্দিন	দেবকোট (দিনাজপুর)	শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্	পান্ডুয়া

উপমহাদেশে ইসলামের আবির্ভাব

উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের খেলাফতকালে ভারতে মুসলমানদের বিজয়াভিযান শুরু হয়। তাঁর সেনাপতি মুসা বিন নুসাইর সমগ্র উত্তর আফ্রিকা এবং তারিক স্পেন জয় করে। খলিফা ওয়ালিদের রাজত্বকালে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ (ইরাকের) শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর জামাতা মুহম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রেরণ করেন। কাসিম সর্বপ্রথম সিন্ধুর দেবল শহর অবরোধ করেন। অতঃপর তিনি সিন্ধু নদী পার হয়ে ব্রাহ্মণাবাদে রাজা দাহিরকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে দাহির শোচনীয়ভাবে পরাজিত এবং নিহত হয়। মুহম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের ফলে উপমহাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু মুহম্মদ বিন কাসিমের অকালমৃত্যুর কারণে উপমহাদেশে ইসলাম রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযান

মুহম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের প্রায় ৩০০ বছর পর গজনীর সুলতান মাহমুদ ১০০০ থেকে ১০২৭ সাল পর্যন্ত উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে ১৭ বার অভিযান পরিচালনা করেন।

- সুলতান মাহমুদ শাসনকর্তা ছিলেন- গজনীর (আফগানিস্থান)
- সুলতান মাহমুদ ভারত আক্রমণ করেন- ১৭ বার।
- সুলতান মাহমুদের সভাকবি ছিলেন- মহাকবি ফেরদৌসী।
- ফেরদৌসীর রচিত অমর কাব্যগ্রন্থের নাম- শাহনামা ।
- ফেরদৌসীকে বলা হয়- প্রাচ্যের হোমার।
- সুলতান মাহমুদ 'সোমনাথ মন্দির' আক্রমণ করেন- ১০২৬ সালে।
- সোমনাথ মন্দির- ভারতের গুজরাটে অবস্থিত।
- সুলতান মাহমুদের রাজ্যসভার প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ- আল বেরুনী।

ভারতে মুসলিম শাসন

ময়েজউদ্দিন মুহম্মদ বিন সাম ইতিহাসে শিহাবউদ্দিন (মুহম্মদ ঘুরী) নামে অধিক পরিচিত। ধারনা করা হয় মুহম্মদ ঘুরী ছিলেন আফগান জাতির বংশধর। গজনীতে ঘুর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে মুহম্মদ ঘুরী উপমহাদেশে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন।

ত্বরাইনের যুদ্ধ

যুদ্ধের নাম	ত্বরাইনের প্রথম যুদ্ধ	ত্বরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ
সময়কাল	১১৯১ খ্রিষ্টাব্দ	১১৯২ খ্রিষ্টাব্দ
প্রতিপক্ষ	মুহম্মদ ঘুরী ও পৃথ্বিরাজ চৌহান	মুহম্মদ ঘুরী ও পৃথ্বিরাজ চৌহান
ফলাফল	মুহম্মদ ঘুরী শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও আহত হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।	পৃথ্বিরাজ চৌহান পরাজিত ও নিহত হন এবং মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের সফলতার পর মুহম্মদ ঘুরী উত্তর উপমহাদেশের শাসনভার তার সুযোগ্য সেনাপতি কুতুবুদ্দিনের উপর ন্যস্ত করে গজনী প্রত্যাবর্তন করেন। কুতুবউদ্দিন উত্তর ভারতে রাজ্যবিস্তার করে দিল্লিতে তার রাজধানী স্থাপন করেন।

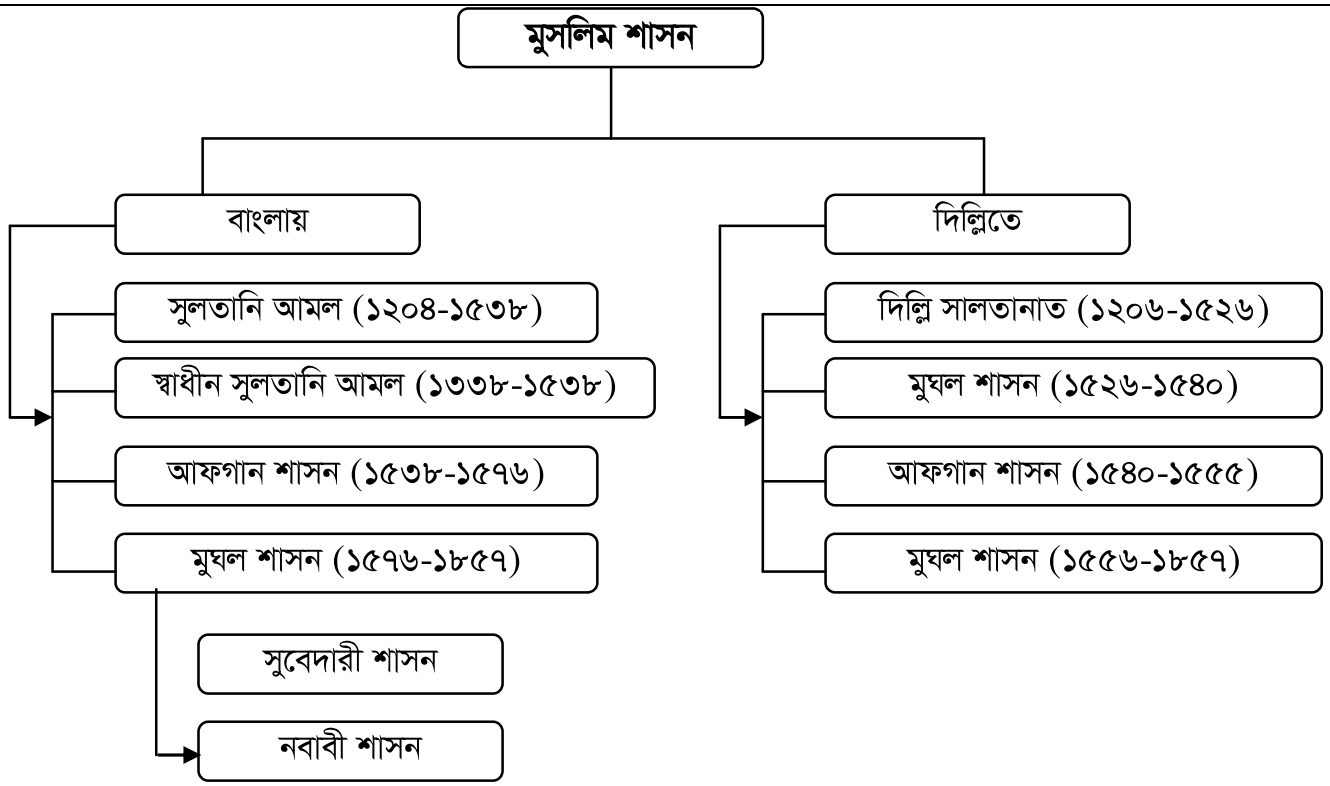

বাংলায় মুসলিম শাসনামল

মুহম্মদ ঘুরীর সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেকের আদেশক্রমে তুর্কী বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী ১২০৪ সালে মাত্র ১৭-১৮ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বাংলার শেষ স্বাধীন সেন বংশের রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাংলা দখল করেন। বখতিয়ার খলজীর বাংলা অধিকারের মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। তিনি দিনাজপুরের দেবকোটে বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন।

বাংলায় তুর্কী শাসন

বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায় ছিল (১২০৪-১৩৩৮) সাল পর্যন্ত। এ যুগের শাসকগণ সবাই দিল্লির সুলতানের অধীনে বাংলার শাসনকর্তা হয়ে এসেছিলেন। বাংলার অনেক শাসনকর্তাই দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীন হতে চেয়েছিলেন। বারংবার এমন বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ার জন্য দিল্লির ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' গ্রন্থে বাংলার নাম দিয়েছিলেন *'বুলগাকপুর' বা বিদ্রোহের নগরী*।

বিখ্যাত ৩ তুর্কি শাসক

তুর্কি শাসকের নাম	উল্লেখযোগ্য অবদান
নাসির উদ্দিন মাহমুদ	• বাংলার প্রথম তুর্কি শাসক ছিলেন • ইলতুৎমিসের পৌত্র ছিলেন।
সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজি	• বাসনকোর্ট দুর্গ নির্মাণ • প্রথম মুসলিম নৌবাহিনী গঠন
সুলতান সামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ	• হযরত শাহ জালাল (রা:) বাংলায় আসেন • সিলেটের অত্যাচারী গৌরগোবিন্দকে পরাজিত করেন

সম্রাট শাহজাহান ওরফে খুররম (১৬২৮-১৬৫৮ খ্রি.)

সম্রাট জাহাঙ্গীরের পরে মুঘল সাম্রাজ্যের ৫ম শাসক হন শাহজাহান। **Prince of Builders** বলা হয় স্থাপত্য শিল্পের অবদান ও আগ্রহের কারনে। তাজমহল ও ময়ূর সিংহাসনসহ বিভিন্ন স্থাপত্য তার শ্রেষ্ঠ নির্মানশৈলী। ১৬৩৩ সালে ইংরেজদের প্রথম বাণিজ্য কুঠি (পিপিলাই) স্থাপন করার অনুমতি দেন শাহজাহান। 'শাহজাহান' উপাধি প্রদান করেন তার পিতা সম্রাট জাহাঙ্গীর।

- আগ্রার তাজমহল ও ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ।
- ময়ূর সিংহাসন লুট করেন ১৭৩৯ সালে- ইরানের নাদির শাহ।
- ময়ূর সিংহাসনের শিল্পী ছিলেন- পারস্যের বেবাদল খান।
- আগ্রায় মতি মসজিদ নির্মাণ।
- লাহোরে সালিমার উদ্যান নির্মাণ।

- দেওয়ানে আম ও খাস নির্মাণ
- দিল্লির লালকেল্লা (দুর্গ) নির্মাণ
- ঢাকার হোসনী দালান নির্মাণ
- খাসমহল ও শীষমহল নির্মাণ

তাজমহল

- আগ্রার যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত।
- নির্মাণের সময়কাল– (১৬৩২-১৬৫৩) খ্রিষ্টাব্দ।
- স্থপতি– ওস্তাদ লাহোরী, ওস্তাদ ঈশা খাঁ ।
- নির্মাণ করেন– ২০ হাজার শ্রমিক ২২ বছরে।
- বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করা হয়– ১৯৮৩ সালে

আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.)

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ : শাহজাহানের স্ত্রী মমতাজ মহলের গর্ভে চারপুত্র ও দুইকন্যা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পুত্রদের নাম দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ। কন্যাদের নাম ছিল জাহান আরা ও রওশন আরা। ভ্রাতৃযুদ্ধে জাহান আরা দারার পক্ষ এবং রওশন আরা আওরঙ্গজেবের পক্ষ সমর্থন করে। যুদ্ধে অপর ভাইদের পরাজিত করে আওরঙ্গজেব ক্ষমতা দখল করেন।

- সম্রাট আওরঙ্গজেব অতিশয় ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন।
- তাঁকে 'জিন্দাপীর' বলা হয়।
- ফতওয়া-ই-আলমগীরী(ইসলামি বিধি বিধান) রচনা করেন- আওরঙ্গজেব
- তিনি জিজিয়া কর পুনঃস্থাপন করেন (রহিত করেছিলেন- আকবর)।
- সম্রাট আওরঙ্গজেবের মামা শায়েস্তা খান বাংলার সুবাদার ছিলেন।

সম্রাট শাজাহান তাঁর পুত্র আওরঙ্গজেবকে যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ 'আলমগীর' নামক তরবারী প্রদান করেন। জিন্দাপীরের সম্মানে বাংলার সুবাদার মীর জুমলা ১৬৬১ খ্রি. বিনাযুদ্ধে কুচবিহার মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এসময় কুচবিহারের নাম রাখা হয়েছিল 'আলমগীরনগর'।

মুহম্মদ শাহ

দুর্বল ও অকর্মণ্য মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহ এর আমলে (১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে) পারস্যের নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন। নাদিরশাহ ভারত হতে মহামূল্যবান কোহিনুর হীরা, ময়ূর সিংহাসন এবং প্রচুর ধনরত্ন পারস্যে নিয়ে যান।

দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭-১৮৫৭)

শেষ মুঘল সম্রাট ছিলেন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খিষ্টাব্দে তাঁকে রেঙ্গুনে (বর্তমান ইয়াঙ্গুনে) নির্বাসন দেওয়া হয়। ১৮৬২ সালে তিনি রেঙ্গুনে নির্বাসিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। রেঙ্গুনেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

বাংলায় সুবেদারি শাসনামল

১৫৭৬ সালে রাজমহলের যুদ্ধে বাংলার শেষ আফগান শাসক দাউদ কররানী পরাজিত হলে বাংলায় মুঘল শাসন শুরু হয়। এ সময় মুঘল শাসক ছিলেন সম্রাট আকবর। সুবাদারি ও নবাবি এ দুই পর্বে বাংলায় মুঘল শাসন অতিবাহিত হয়। বারোভূঁইয়াদের দমনের পর সমগ্র বাংলায় সুবেদারী প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় সমগ্র বঙ্গ দেশ 'সুবহ-ই-বাঙ্গালাহ' নামে পরিচিত হয়। মুঘল প্রদেশগুলো 'সুবা' নামে পরিচিত ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে বলা হতো সুবাদার।

সুবাদারের নাম	সম্পাদিত কর্ম
মানসিংহ	☑ আকবরের সেনাপতি ছিলেন। ☑ বাংলা দখল নেওয়ার প্রচেষ্টা চালান। ☑ বারো ভুইয়াদের দমন করতে ব্যর্থ হন।
ইসলাম খান	☑ ১৬০৮ সালে 'সুবেদার' হিসেবে নিয়োগ দেয় সম্রাট জাহাঙ্গীর। ☑ তিনি বারো ভুঁইয়াদের দমন করে সমগ্র বাংলায় সুবাদারি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ☑ তিনি ১৬১০ সালে বিহারের রাজমহল থেকে রাজধানী ঢাকায় নিয়ে আসেন। ☑ ১৬১২ সালে সমগ্র বাংলা করায়ত্ত করেন। ☑ সুবেদার ইসলাম খান ঢাকার নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। ☑ ইসলাম খান ঢাকার ‘ধোলাই খাল’ খনন করেন। ☑ তিনি ‘বাংলার নৌকা বাইচ’ উৎসবের সূচনা করেন।
শায়েস্তা খান	☑ শায়েস্তা খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন- ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে । ☑ আরাকানি জলদস্যুদের হটিয়ে ১৬৬৬ সালে চট্টগ্রাম জয় করে এর নাম রাখেন- ইসলামাবাদ। ☑ আওরঙ্গজেবের মামা ছিলেন শায়েস্তা খান। ☑ চট্টগ্রাম অধিকার করে আরাকানি মগ জলদস্যুদের উৎখাত করেন। ☑ শায়েস্তা খান বাংলা থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করেন। ☑ টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত শায়েস্তা খানের আমলে। ☑ তাঁর আমলের স্থাপত্যশিল্প– ছোট কাটরা, লালবাগ কেল্লা, চক মসজিদ, সাত গম্বুজ মসজিদ, পরি বিবির মাজার (শায়েস্তা খানের মেয়ে), হোসেনী দালান, বুড়িগঙ্গার মসজিদ, প্রভৃতি।
কাশিম খান জুয়িনি	☑ সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক নিয়োগকৃত প্রথম সুবেদার। ☑ পর্তুগিজদের অত্যাচারের মাত্রা চরমে পৌঁছলে সম্রাট শাহজাহানের আদেশে কাসিম খান তাদেরকে শক্ত হাতে দমন করেন।
শাহ সুজা	☑ সম্রাট শাহজাহানের ২য় পুত্র শাহ সুজা ২০ বছর বাংলায় সুবাদারি করেন। ☑ তিনি ইংরেজদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার সুযোগ দেন। ☑ শাহজাদা সুজা ঢাকার চক বাজারে ‘বড় কাটরা’ মসজিদ নির্মাণ করেন। ☑ সুজা তার ভ্রাতা আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন।
মীর জুমলা	☑ আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীর জুমলা সুজাকে দমনের জন্য বাংলার রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর পর্যন্ত এসেছিলেন। ☑ সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁকে বাংলার সুবাদারের দায়িত্ব দেন। ☑ তিনি ঢাকা গেট (পূর্ব নাম মীর জুমলা) নির্মাণ করেন। ☑ কৃষকদের নিকট থেকে প্রথম কর আদায় করেন।
পরিবিবি	☑ পরিবিবি ছিলেন শায়েস্তা খানের কন্যা। ☑ পরিবিবির আসল নাম ইরান দুখত রহমত বানু। ☑ লালবাগ দুর্গের মাঝখানে বর্গাকার ভবনটিতে তার কবর।

২২. ভারত বিভক্তের সময় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? [টেলিফোন বোর্ডের সহকারী পরিচালক. ৯৫]

ক. এটলি খ. চার্চিল গ. ডিজরেইলি ঘ. গ্লাডস্টোন

২৩. নিচের কে ভারতের অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন? [দ্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য সহকারী, ১০]

ক. জওহরলাল নেহেরু খ. আবুল কালাম আজাদ গ. মহাত্মা গান্ধী ঘ. আব্দুল লতিফ

২৪. কলকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা কে? [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপ-সহকারী পরিচালক. ০১]

ক. ক্লাইভ খ. ডালহৌসি গ. ওয়েলেসলী ঘ. জব চার্নক

২৫. 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল- [চাবি-B, ২৩-২৪]

ক. ১১৭৬ বঙ্গাব্দে খ. ১১৭৬ বঙ্গাব্দে গ. ১৮৭৬ বঙ্গাব্দে ঘ. ১০৭৬ বঙ্গাব্দে উত্তর:খ

২৬. 'স্বত্ব-বিলোপ নীতি' কোন গভর্নও জেনারেলের আমলে প্রণীত হয়? [চাবি-D, ২৩-২৪]

ক. লর্ড ক্যানিং খ. লর্ড ক্লাইভ গ. লর্ট ডালহৌসি ঘ. আব্দুল লতিফ উত্তর:গ

২৭. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কত সালে প্রবর্তিত হয়? [রাবি-A1, ২৩-২৪]

ক. ১৭৭৩ খ. ১৭৭৪ গ. ১৭৯৩ ঘ. ১৯৯৪ উত্তর:গ

উত্তরপত্র	১. গ	২. খ	৩. খ	৪. ঘ	৫. ঘ	৬. ক	৭. খ	৮. খ	৯. খ	১০. ঘ	১১. গ	১২. গ	১৩. ক	১৪. ক
	১৫. খ	১৬. ক	১৭. গ	১৮. ঘ	১৯. ক	২০. ঘ	২১. ক	২২. ক	২৩. গ	২৪. ঘ	২৫. খ	২৬. গ	২৭. গ	

বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) [*****]

বঙ্গভঙ্গের কারণ: কলকাতা থেকে বিশাল আয়তনের (১,৮৯,০০০ বর্গমাইল) বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি প্রদেশটির শাসনকার্য পরিচালনা সময়সাপেক্ষ ও ঝুকিপূর্ণ ছিল, ফলে এটিকে বিভক্ত করার প্রয়োজন অনুভব করে ব্রিটিশরা। বঙ্গভঙ্গের পেছনে অন্যতম কারণ ছিল রাজনৈতিক কৌশলের অংশ, যা ভাগ কর, শাসন কর (Divide & Rule) নীতি। ঢাকাকে রাজধানী করে কলকাতা কেন্দ্রিক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য এই প্রশাসনিক সংস্কার। ১৯০৩ সালের ব্রিটিশ সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ আইন কার্যকর করেন লর্ড কার্জন।

প্রদেশ	বিবরণ
পূর্ববঙ্গ ও আসাম	**অঞ্চল :** ঢাকা, রাজশাহী, চট্রগ্রাম, বরিশাল ও বৃহত্তর আসাম । **রাজধানী :** ঢাকাকে (অনুষঙ্গ রাজধানী চট্টগ্রাম) **প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর:** বামফিল্ড ফুলার। **আয়তন :** ১,০৬,৫৪০ বর্গমাইল।
পশ্চিমবঙ্গ	**অঞ্চল :** পশ্চিম বাংলা, বিহার, উরিষ্যা নিয়ে গঠিত। **রাজধানী:** কলকাতা।

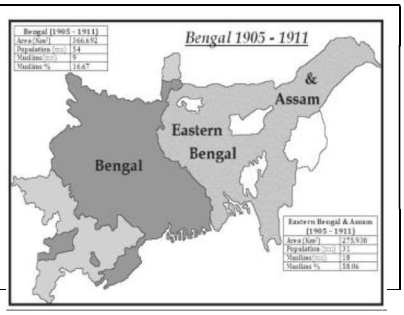

আরো কিছু ব্যাসিক তথ্য

- বঙ্গপ্রদেশের আয়তন হ্রাসের সুপারিশ করেন- চার্লস গ্র্যান্ট।
- বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন জানায়- নওয়াব সলিমুল্লাহ।
- 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে- মুসলমানরা।
- বঙ্গভঙ্গকে আশীর্বাদ হিসেবে গণ্য করে কোন সংসদ- কলকাতার মুসলিম সাহিত্য সংসদ।
- সিমলা ডেপুটেশনে মুসলমান প্রতিনিধিগণ কার সাথে সাক্ষাৎ করেন- লর্ড মিন্টোর সাথে।
- বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান রচনা করেন- আমার সোনার বাংলা (১৯০৫ সালে)।
- আসামের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল- সিলেট (১৮৫৩ সালে)।
- বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কংগ্রেস সমর্থক এবং উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় হরতাল পালন করে- ১৬ অক্টোবর ১৯০৫ সালে।

বঙ্গভঙ্গ রদ [***]

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা কার্যকর হলে হিন্দু জনগোষ্ঠী এর তীব্র প্রতিবাদ করে। তাদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সংগ্রাম এক সময় সহিংস আন্দোলনে রুপ নেয়। প্রতিবাদের মুখে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ আপোষ নীতি গ্রহণ করে বঙ্গভঙ্গ রদ করার সুপারিশ করেন, ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ ঐতিহাসিক দিল্লি দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদ ও বঙ্গ আবার একত্রিত করার ঘোষণা করেন। ১৯১২ সালের ১'লা জানুয়ারি দুই বাংলাকে আবার যুক্ত করে নাম দেওয়া হয় বেঙ্গল বিভাগ। ভাষাতাত্ত্বিক এক নতুন বিভক্তির মাধ্যমে হিন্দি, ওড়িয়া এবং অসমীয়া অঞ্চলগুলো বঙ্গ হতে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় আনা হয়। এরই সাথে ১৯১১ সালে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে নয়াদিল্লীতে স্থানান্তরের ঘোষণা দেওয়া হয় কিন্তু কার্যকর হয় ১৯১২ সালে।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৩-১৯০৮) [*****]

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যে আন্দোলন গড়ে উঠে তাই স্বদেশী আন্দোলন নামে পরিচিত। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার সর্বত্র বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠে। বাংলার চারণ কবি মুকুন্দ দাস বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে 'পড়ো না রেশমী চুড়ি বঙ্গনারী' গান গেয়ে জনগণের মধ্যে স্বদেশি আন্দোলনের প্রতি তীব্র আবেগ সৃষ্টি করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শে 'রাখিবন্ধন' অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়। বাঙালি ও বাংলার ঐক্যের আহবান জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটি রচনা করেন। অরবিন্দ ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাল গঙ্গাধর তিলক ও কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ তাঁদের লেখনী মাধ্যমে বিলাতি পণ্য বর্জন এবং স্বদেশি পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহারে বাঙালিদের উদ্বুদ্ধ করেন।

	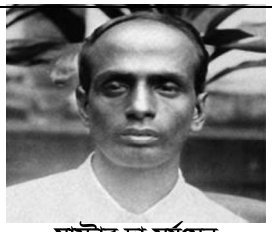	
ক্ষুদিরাম	**মাস্টার দা সূর্যসেন**	**প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার**
ফাসির মঞ্চে প্রথম শহীদ	১৩৯৪ সালে ফাঁসি কার্যকর	প্রথম নারী শহীদ

বাংলায় সশস্ত্র স্বদেশী সংগঠন ও আন্দোলন [*****]

সংগঠন	অঞ্চল	সংগঠন	অঞ্চল	সংগঠন	অঞ্চল
স্বদেশবান্ধব	বরিশাল	সাধনা	ময়মনসিংহ	সুহৃদ	ময়মনসিংহ
ব্রতী	ফরিদপুর	অনুশীলন	ঢাকা	যুগান্তর	কলকাতা

১৯০৬ সাল থেকে পরিচালিত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী এ বৈপ্লবিক আন্দোলনকে ব্রিটিশ সরকার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন হিসাবে আখ্যায়িত করে। কারণ বিপ্লবীরা ১৯০৮ সালে বাংলার গভর্নর এন্ড্রু ফ্রেজার এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলারকে হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এরপর বিপ্লবীদের লক্ষ্য ছিল প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংস ফোর্ড। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি বিহারের মোজাফফরপুরে কিংস ফোর্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করেন। কিন্তু কিংসফোর্ড গাড়িতে ছিলেন না, ছিলেন মিসেস ও মিস কেনেডি। এ বোমায় উভয়ই নিহত হন। ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন এবং তাঁর ফাঁসি হয়। প্রফুল্ল চাকি আত্মহত্যা করেন। কলকাতার সশস্ত্র যুগান্তরের নেতা অরবিন্দ ঘোষের অবদান অসামান্য। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের পরেও বিপ্লবী আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রামের যুব-বিদ্রোহের নায়ক ও ন্যাশনাল ইন্সটিটিউটের শিক্ষক বিপ্লবী মাস্টার দা সূর্যসেন সদলবলে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুট করেন। সূর্যসেনের শিষ্য ও বেথুন কলেজের ছাত্রী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ১৯৩২ সালে সেপ্টেম্বরে চট্টগ্রামে পাহাড়তলীর ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন এবং পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাকে প্রথম সশস্ত্র নারী শহীদ বলা হয়। ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি চট্টগ্রামে সূর্যসেনের ফাঁসি হয়। তার লাশ বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেয়।

বাংলায় বিভিন্ন আন্দোলন [*****]

আন্দোলন	নেতা	আন্দোলন	নেতা
অহিংসা, ভারত ছাড়, অসহযোগ, সত্যাগ্রহ এবং আইন অমান্যসহ ইত্যাদি আন্দোলন	মহাত্মা গান্ধী	খেলাফত আন্দোলন	মাওলানা মোহাম্মদ আলী মাওলানা শওকত আলী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
ফকির আন্দোলন	ফকির মজনু শাহ্	ফারায়েজি আন্দোলন	হাজী শরীয়তউল্লাহ
নীল বিদ্রোহ	দিগম্বর বিশ্বাস বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস	তেভাগা আন্দোলন	হাজী মোহাম্মদ দানেশ ইলা মিত্র
বারাসাত ও ওয়াহাবি আন্দোলন	তিতুমীর	সলঙ্গা বিদ্রোহ	মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ
আলীগড় আন্দোলন	স্যার সৈয়দ আহমদ খান	স্বরাজ আন্দোলন	চিত্তরঞ্জন দাস
স্বদেশী আন্দোলন	সূর্যসেন/অরবিন্দ ঘোষ	চাকমা বিদ্রোহ	জোয়ান বকস খাঁ

চাকুরী পরিক্ষা ও ভর্তি পরিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ

১. ১৯০৫ সালের ঢাকা যে নতুন প্রদেশটির রাজধানী হয়েছিল, সে প্রদেশটির নাম কি? [৪৪তম বিসিএস,জাবি, ০৭-০৮]
ক. পূর্ব পাকিস্তান খ. পূর্ববঙ্গ ও আসাম গ. বঙ্গপ্রদেশ ঘ. পূর্ববঙ্গ

২. বঙ্গভঙ্গ কি ধরনের সংস্কার? [প্রাথমিক সহকারি শিক্ষক- ২০১৯]
ক. প্রশাসনিক সংস্কার খ. সামাজিক সংস্কার গ. পূর্ববঙ্গ ও উরিষ্যা ঘ. পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ

৩. বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কোন সালে? [৩৯ BCS, বাতিলকৃত ২৪তম BCS/DU খ ৯৯-০০]
ক. ৫ ডিসেম্বর, ১৯০৫ খ. ১০ ডিসেম্বর, ১৯১৬ গ. ১২ ডিসেম্বর, ১৯১১ ঘ. ২০ ডিসেম্বর, ১৯১১

৪. বঙ্গভঙ্গের ফলে কোন নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হয়েছিল? [৪২ তম বিসিএস-২০২১]
ক. পূর্ববঙ্গ খ. পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা গ. পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ ঘ. পূর্ববঙ্গ ও আসাম

৫. বঙ্গভঙ্গের সময় ভারতের ভাইসরয় কে ছিলেন? [রাবি এ/-ইউনিট (গ্রুপ-৩) ২০-২১]
ক. লর্ড কার্জন খ. লর্ড মাউন্টব্যাটেন গ. লর্ড বেন্টিংক ঘ. লর্ড ক্যানিং

৬. পূর্ব বাংলার ও আসামের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর কে ছিলেন? [স. মা. বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক. ৯৭]
ক. ফুলার খ. কার্জন গ. মিন্টো ঘ. হেস্টিংস

৭. বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশি আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন- [যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক. ৯৪]
ক. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় খ. হাজী শরীয়ত উল্লাহ গ. অরবিন্দ ঘোষ ঘ. বল্লভভাই প্যাটেল

৮. পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠনকালে ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় ছিলেন- [৩৭ BCS, রাবি,২০-২১]
ক. লর্ড রিপন মন্ত্রিক খ. লর্ড কার্জন গ. লর্ড মিন্টো ঘ. লর্ড হার্ডিঞ্জ

৯. ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় ভারতের ভাইসরয় বা গর্ভনর জেনারেল কে ছিলেন? [২৯ BCS, DU 'ঘ' ১৯-২০]
ক. লর্ড মিন্টো খ. লর্ড চেমসফোর্ড গ. লর্ড কার্জন ঘ. লর্ড মাউন্টব্যাটেন

১০. ১৯০৫ সালে নবগঠিত পূর্ববঙ্গ প্রদেশের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর কে ছিলেন? [১৫ BCS]
ক. ব্যামফিল্ড ফুলার খ. লর্ড মিন্টো গ. লর্ড কার্জন ঘ. ওয়ারেন হেস্টিং

১১. লর্ড কার্জন কবে কার্জন হল প্রতিষ্ঠা করেন? [DU 'ঘ' ১৪-১৫]
ক. ১৯০৬ সালে খ. ১৯০৪ সালে গ. ১৯১৪ সালে ঘ. কোনটিই নয়

১২. বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কোন সালে? [রাবি: ক-ইউনিট (গ্রুপ-৩) ২০-২১; চবি খ-ইউনিট ২০২০-২০২১]
ক. ১৯০৫ খ. ১৯১৬ গ. ১৯২৩ ঘ. ১৯১১

১৩. বঙ্গভঙ্গের কারণে কোন নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হয়েছিল? [রাবি সমাজকর্ম, ০৪-০৫]
ক. পূর্ব বাংলা ও বিহার খ. পূর্ববঙ্গ ও আসাম গ. পূর্ববঙ্গ ঘ. পূর্ববঙ্গ ও উড়িষ্যা

১৪. বঙ্গভঙ্গের সময় পরিচালিত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নেতা ছিলেন- [জাবি 'C3' ১৫-১৬]
ক. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় খ. বিপিন চন্দ্র পাল গ. অরবিন্দু ঘোষ ঘ. পুলিনবিহারী দাস

১৫. ১৯০৫ ও ১৯২৩ সালে দুটি আমাদের জাতীয় জীবনের কোন দুটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাথেসম্পৃক্ত? [জাবি,০৯-১০]
ক. বঙ্গভঙ্গ, বেঙ্গল প্যাক্ট চুক্তি সম্পাদিত হয় খ. খেলাফত আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলন
গ. বঙ্গভঙ্গ রদ, গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন ঘ. গান্ধীর ভারত আগমন, বিপ্লবী আন্দোলন

১৬. স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বিকাশ ঘটে- [জাবি 'C' ১৪-১৫]
ক. অস্ত্র শিল্পের খ. মৃৎশিল্পের গ. বস্ত্রশিল্পের ঘ. স্বদেশী ভাষার

১৭. কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তর হয়? [চাবি-B, ২৩-২৪]
ক. ১৯১২ সালে খ. ১৯১১ সালে গ. ১৯০৫ সালে ঘ. ১৯০৯ সালে

১৮. কে বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থা রহিত করেন? [রাবি-A2, ২৩-২৪]
ক. লর্ড বেন্টিংক খ. লর্ড হার্ডিঞ্জ গ. লর্ড ডালহৌসি ঘ. লর্ড কার্জন

১৯. পূর্ববঙ্গ ও আসাম গঠনকালে বৃটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় কে ছিলেন? [রাবি-C, ২৩-২৪]
ক. লর্ড রিপোন খ. লর্ড কার্জন গ. লর্ড মিন্টো ঘ. লর্ড হার্ডিঞ্জ

উত্তরপত্র	১. খ	২. ক	৩. গ	৪. ঘ	৫. ক	৬. ক	৭. ক	৮. খ	৯. গ	১০. ক
	১১. খ	১২. ঘ	১৩. খ	১৪. গ	১৫. ক	১৬. গ	১৭. খ	১৮. খ	১৯. খ	

ইংরেজ শাসন আমলে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন

সিপাহী বিদ্রোহ ১৮৫৭ (Sepoy Rebellion) [****]

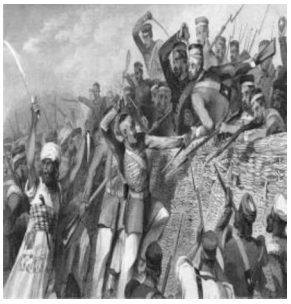

রাজনৈতিক কারণ হলো ১৮২৪ সালে লর্ড ডালহৌসি স্বত্ববিলোপ নীতির মাধ্যমে দত্তক পুত্রকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে শুরু করেন। আবার দিল্লি সম্রাটের পদ বিলুপ্ত করায় দ্বিতীয় বাহাদুর শাহও ক্ষুব্ধ হন। সামরিক কারণ হলো ১৮৫৩ সালে 'এনফিল্ড' নামক এক প্রকার বন্দুকের ব্যবহার শুরু হয়। এই রাইফেলের টোটা দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে ব্যবহার করতে হতো। সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এ গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, এই টোটায় গরু ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত আছে। ফলে হিন্দু-মুসলিম উভয়ই ধর্মনাশের কথা ভেবে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে কার্তুজ ব্যবহারে অস্বীকৃতি জানান এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে আক্রমণ করেন। বিদ্রোহে নেতৃত্ব দানকারী মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ। বিদ্রোহীরা দিল্লী দখল করে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতবর্ষের বাদশা বলে ঘোষণা করে। বিদ্রোহ সমর্থন করায় ক্ষমতাচ্যুত হন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে নির্বাসন দেওয়া হয়– রেঙ্গুনে (মিয়ানমার)।

জানতে হবে :

- ১৮৫৭ সালে সংঘটিত হয়- ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ, মহাবিদ্রোহ, ভারতীয় বিদ্রোহ, সর্বভারতীয় বিদ্রোহ।
- বিদ্রোহের আনুষ্ঠানিক সূচনা- ১০ মে, ১৮৫৭ (মিরাটের সৈন্যরা প্রথম বিদ্রোহ করে)
- সিপাহী বিদ্রোহের নেতা- হাবিলদার রজব আলী ও মঙ্গল পান্ডে।
- ৮ এপ্রিল, ১৮৫৭ সালে মঙ্গল পাণ্ডেকে ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।
- অংশগ্রহণকারী- নানা সাহেব, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, মহারাষ্ট্রের তাতিয়া টোপি ও মৌলভী আহমদ উল্লাহ্
- বিদ্রোহীদের বিচার- অভিযুক্ত সিপাহীদের মধ্যে ১১ জনকে মৃত্যুদণ্ড এবং বাকিদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়।
- ১৮৫৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিকট থেকে ক্ষমতা গ্রহন করে- স্বয়ং রানী ভিক্টোরিয়া।

বাহাদুর শাহ্ পার্ক [***]

একসময় এটি ছিল আর্মেনিয় ক্লাব (আন্টঘর), উনিশ শতকের শুরুর দিকে ঢাকার নবাব স্যার আব্দুল গণির উদ্যোগে সদরঘাট এলাকায় আর্মেনিয় ক্লাবের ধ্বংসাবশেষের উপর পার্ক নির্মাণ করেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহী কয়েকজনকে এই আন্টাঘরে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। ১৮৫৮ সালে ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার এই পার্কে রানি ভিক্টোরিয়ার আদেশ পাঠ করায় 'ভিক্টোরিয়া পার্ক' হিসেবে পরিচিতি পায়। ১৯৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে সিপাহীদের স্মরণে চারকোণা স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে নাম দেয়া হয় 'বাহাদুর শাহ্' পার্ক (জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন)।

১. প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম কোনটি? [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কারা তত্ত্বধায়ক ০৫]

ক. তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা খ. জালিওয়ান বাগ আন্দোলন গ. অসহযোগ আন্দোলন ঘ. সীপাহি বিপ্লব

২. সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল ১৮৫৭ সালের কোন তারিখে? [সিজিএ ৯৮]

ক. ১৫ মার্চ খ. ২৯ মার্চ গ. ১৯ মার্চ ঘ. ২৬ মার্চ

উত্তরপত্র	১. ঘ	২. খ

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন

১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধের পর বাঙ্গালী সমাজ ইংরেজদের অপশাসন মেনে নিতে পারেনি। ফলে সাধারণ মানুষের মাঝে পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে। নিম্নে বাংলার স্বাধীকার আন্দোলন সর্ম্পকে আলোকপাত করা হল।

আন্দোলন	আন্দোলনের গতি প্রকৃতি
ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন (১৭৬০-১৮০০)	❖ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে বাঙ্গালিদের প্রথম বিদ্রোহী আন্দোলন। ❖ ফকিররা ইংরেজদের কোম্পানি লুট করে- ১৭৬৩ সালে। ❖ ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসিম ফকিরদের নিকট সাহায্য চেয়েছিলেন। ❖ বাংলার ফকির আন্দোলনের নেতা- ফকির মজনু শাহ, মুসা শাহ ও চেরাগ আলী । ❖ সন্ন্যাসীদের নেতা ছিলেন- ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণী। ❖ ময়মনসিংহ ও শেরপুরে ফকির-সন্ন্যাসীদের নেতা ছিলেন- ফকির মজনু শাহ।
চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭৬-১৭৮৯)	☑ চট্টগ্রাম জেলা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে আসে- ১৭৬০ সালে। ☑ ১৭৭৬ পার্বত্য চট্টগ্রামে মুদ্রা অর্থনীতি প্রচলন করায় চাকমা বিদ্রোহ হয়। ☑ নেতৃত্ব দেয়- চাকমা রাজা জোয়ান বখস্ খাঁর প্রধান নায়েব রানু খান। ☑ ১৭৮৯ সালে কোম্পানি বাধ্য হয়ে চাকমাদের সাধে সন্ধি স্থাপন করেন।
তিতুমীর বিদ্রোহ (১৮৩১)	❖ তিতুমীরের প্রকৃত নাম- সৈয়দ মীর নিসার আলী। ❖ তিতুমীর প্রথম বারাসাতে (চব্বিশ পরগনায়) ইংরেজদের বিরূদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বারাসাতের বিদ্রোহের পর ইংরেজদের সাথে যুদ্ধের আশঙ্কা করে তিনি নারিকেলবাড়িয়ায় বাঁশেরকেল্লা (১৮৩১) নির্মাণ করেন। তিতুমীরের তৈরি বাঁশের কেল্লা ইংরেজ সৈন্যরা ধ্বংস করে ১৮৩১ সালে। ❖ ইংরেজ লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে ইংরেজ কামানের গোলাতে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। প্রথম বাঙ্গালি হিসেবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে শহীদ হন। এই যুদ্ধে তাঁর আরও চল্লিশ সহচর শহীদ হন। ❖ তার প্রধান সেনাপতি ছিলেন– গোলাম মাসুম। ❖ বারাসাতের বিদ্রোহ ও তরিকাহ-ই-মুহম্মদিয়া আন্দোলন করেন- তিতুমীর।
সাঁওতাল বিদ্রোহ	পশ্চিমবঙ্গ, বিহারের ও উত্তরবঙ্গ (রাজশাহী, দিনাজপুর) কিছু অঞ্চলে বসতি আছে সাঁওতাল জাতির। ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন সিধু ও কানুর ডাকে সাঁওতালরা স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠার শপথ নেয়। ঐদিনই তাঁরা ব্রিটিশ সরকার, জমিদার ও মহাজন শ্রেণির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এজন্য প্রতিবছর ৩০ জুন 'সাঁওতাল বিদ্রোহ দিবস' হিসেবে পালিত হয়
ফরায়েজী আন্দোলন (১৮৪২)	❖ উনিশ শতকে বাংলায় গড়ে ওঠা একটি ধর্মভিত্তিক সংস্কার আন্দোলন। ❖ 'ফরায়েজি' শব্দটি আরবি শব্দ 'ফরজ' (আবশ্যক পালনীয়) থেকে। ❖ এ আন্দোলনের প্রবক্তা হাজী শরীয়তউল্লাহ। ❖ হাজী শরীয়তউল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন– ফরিদপুর জেলায়। ❖ ব্রিটিশ শাসন আমলকে 'দারুল হারব' (বিধর্মীর দেশ) বলেছেন- হাজী শরীয়তউল্লাহ। ❖ শরীয়তউল্লাহের মৃত্যুর পর এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র মুহসিনউদ্দীন (দুদু মিয়া)। দুদু মিয়া এ আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ দেন। ❖ দুদু মিয়া বলেন "জমি থেকে খাজনা আদায় আল্লাহর আইনের পরিপন্থী"।
নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬২)	অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইউরোপের শিল্প বিপ্লব (১৭৬০-১৮৪০) এসময় বস্ত্রশিল্পের এক অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। ফলে কাপড়ে রং করার জন্য নীলের চাহিদা ব্যাপক বেড়ে যায়। এ ব্যবসা লাভজনক হওয়ায় নীলচাষে বাধ্য করে ইংরেজরা। কিন্তু নীলকররা নীলচাষীদের নানাভাবে অত্যাচার করত, প্রাপ্য দিতনা। নীল চাষে অসম্মতি জানালে তাদের উপর নেমে আসত অবর্ণনীয় নির্যাতন। নীল ব্যবসার জন্য গড়ে উঠে নীল কুঠি। ১৮৫৯ সালে নীল বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় নদীয়ায় (কুষ্টিয়া ও যশোরে)। হাজি মোল্লা ঘোষণা করেন- নীল চাষ থেকে ভিক্ষা উত্তম। **জানতে হবে–**

আন্দোলন	আন্দোলনের গতি প্রকৃতি
	❖ নীল চাষের প্রতিরোধে আন্দোলনে প্রথম প্রবাদ পুরুষ- সর্দার বিশ্বনাথ। ❖ নীল বিদ্রোহের নেতা– রফিক মন্ডল, বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস প্রমুখ। ❖ ১৮৬১ সালে সরকার গঠন করে 'নীল কমিশন' বা 'ইন্ডিগো কমিশন'। ❖ ১৮৬২ সালে নীল বিদ্রোহের অবসান হয়। ❖ নীল চাষীদের অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে দীনবন্ধু মিত্র রচনা করেন বিখ্যাত নাটক- **'নীল দর্পণ'** (১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয় ঢাকা বাংলা প্রেস থেকে)। নীল দর্পন নাটকটি ঢাকায় মঞ্চায়িত হলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মঞ্চে জুতো নিক্ষেপ করেন। ❖ 'নীল দর্পণ' এর ইংরেজি অনুবাদ-**The Indigo Planting Mirror (**মধুসূদন দত্ত **A Native** ছদ্মনামে অনুবাদ করেন)
আলীগড় আন্দোলন (১৮৭৫)	১৮৭৫ সালের পর মুসলিমদের শিক্ষার উন্নয়নে আলীগড় কলেজকে কেন্দ্র করে যে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ধারা সৃষ্টি হয়, তাকে আলীগড় আন্দোলন বলে। ১৮৭৫ সালে উত্তর প্রদেশের আলীগড়ে স্যার সৈয়দ আহমদ খান 'মোহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপন করেন। মোহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ ১৯২০ সালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।
সংস্কার আইন	▪ ১৯০৯ সালে মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনে আইন পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৬ থেকে বাড়িয়ে ৬০ জন করা হয়। ▪ ১৯১৯ সালে চেমসফোর্ড সংস্কার আইনের অপর নাম- ভারত শাসন আইন।
লক্ষ্মৌ চুক্তি	▪ লক্ষ্মৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯১৬ সালে লক্ষ্মৌ শহরে (উত্তর প্রদেশ)। ▪ কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মুসলমানদের জন্য এক-তৃতীয়াং আসন বরাদ্দে প্রস্তাব করা হয়।
রাওলাট আইন	▪ ১৯১৯ সালে প্রবর্তিত আইনের উদ্দেশ্য ছিল সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা। ▪ এই আইনের প্রতিবাদে জালিয়ানওয়ালাবাগে অসংখ্য মানুষ সমবেত হয়।
জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড	▪ হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়- ১৩ এপ্রিল, ১৯১৯ সালে ২০০০ মানুষ হতাহত হয়। ▪ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাইটহুড (১৯১৫) উপাধি ত্যাগ করেন- ১৯১৯ সালে। ▪ জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে গুলি চালিয়ে প্রায় এক হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়।
খেলাফত আন্দোলন	▪ খেলাফত আন্দোলনের সূচনা ঘটে- ১৯১৯ সালে। ▪ নেতৃতে ছিলেন– আবুল কালাম আজাদ, মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী ▪ উসমানীয় খেলাফতের অবসান ঘটে স্বৈরশাসক কামাল আতাতুর্কের হাতে- ১৯২৪ সালে।
অসহযোগ আন্দোলন	গান্ধী দক্ষিণ আফিকায় ***ইন্ডিয়ান অপিনিয়ন*** পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে আসেন ১৯১৫ সালে। ১৯১৭ সালে তিনি ভারতের রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ১৯২০-২২ সালে সক্রিয় ***অসহযোগ আন্দোলন*** **(গান্ধী যুগ)** এবং ১৯৪২ সালে ***ভারত ছাড়*** আন্দোলন করেন। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিওয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। অসহযোগ হল গণ আইন অমান্য করা। ▪ ১৯২০ সালে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন যুগপৎভাবে পরিচালনার সিদ্ধান্ত হয়। ফলে, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গড়ে উঠে। ▪ ১৯২২ সালে ৫ ফেব্রুয়ারি চৌরিচৌরা গ্রামে (উত্তরপ্রদেশ) উত্তেজিত জনতা থানায় আগুন লাগিয়ে দিলে ২২ জন পুলিশ সদস্য মারা যায়। ▪ ১৯২২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন মোহনদাস করমচাদ গান্ধী। ▪ ১৯৪৬ সালে মহাত্মা গান্ধী বাংলাদেশের একমাত্র নোয়াখালী জেলা সফর করেন। ▪ গান্ধী আশ্রম ও গান্ধী স্মৃতি জাদুঘর অবস্থিত- নোয়াখালীর সোনামুড়ী উপজেলার জয়াগ বাজারে।

আন্দোলন	আন্দোলনের গতি প্রকৃতি
বেঙ্গল প্যাক্ট	▪ ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে স্বরাজ পার্টি গঠিত হয়। ▪ স্বরাজ দলের সভাপতি: দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং সাধারণ সম্পাদক: মতিলাল নেহেরু। ▪ বাংলায় মুসলমানদের সাথে চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটি একটি সমঝোতায় পৌঁছায় ▪ এই সমঝোতাটি 'বাংলা চুক্তি' বা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' চুক্তি নামে পরিচিত। ▪ বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে– 'বেঙ্গল প্যাক্ট'।
সাইমন কমিশন	▪ সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়- ১৯৩০ সালে। ▪ সাইমন কমিশনের সদস্য ছিল- ৮ জন। ▪ কোনো ভারতীয় সদস্য না থাকায় এ কমিশনকে বলা হতো- সাদা কমিশন। ▪ উপমহাদেশের ভবিষ্যৎ সংবিধানের খসড়া তৈরি করেন- সাইমন কমিশন।
তেভাগা আন্দোলন	**সময়কাল-** ১৯৪৬-৪৭ খ্রিষ্টাব্দ। **আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন-** হাজী মোহাম্মদ দানেশ ও ইলা মিত্র । **তেভাগা আন্দোলনের জনক খ্যাত-** হাজী মোহাম্মদ দানেশ। **ইলা মিত্র ছিলেন-** চাঁপাইনবাব গঞ্জের নাচোলের রানী **তেভাগা আন্দোলনের দাবী ছিল-** উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের এক ভাগ পাবে মালিক এবং দুই ভাগ পাবে চাষী। এই আন্দোলন রংপুর ও দিনাজপুরে তীব্র আকার ধারণ করে পশ্চিমবঙ্গসহ ১৯টি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। **তেভাগা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শওকত ওসমান রচনা করেন-** 'নারাই' উপন্যাস।
টঙ্ক আন্দোলন	**সময়কাল:** ১৯৪৬-১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ। **স্থান:** বৃহত্তর ময়মনসিংহ তথা নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ এবং শেরপুর জেলা। **বিখ্যাত কৃষক আন্দোলন:** তেভাগা, নানকার, নাচোল ও টঙ্ক (খাজনা)। **সমাপ্তি:** ১৯৫০ সালে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের মাধ্যমে এই আন্দোলনের সমাপ্তি হয়।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগ

কংগ্রেস	মুসলিম লীগ
❖ প্রতিষ্ঠাকাল– ২৮ ডিসেম্বর, ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দ, মুম্বাই। ❖ এটি ভারতের প্রাচীনতম রাজনৈতিক সংগঠন। ❖ প্রতিষ্ঠাতা– ইংরেজ বেসামরিক কর্মকর্তা অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম। ❖ দলটির প্রথম সভাপতি– উমেশ ব্যানার্জি।	❖ প্রতিষ্ঠাকাল- ৩০ ডিসেম্বর, ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায়। ❖ প্রকৃত নাম ছিল 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'। ❖ প্রতিষ্ঠাতা– নবাব সলিমুল্লাহ, নওয়াব ভিকার-উল-মূলুক ও আগা খান। ❖ ১ম অধিবেশন ১৯০৬ খ্রি. আহসান মঞ্জিল, ঢাকা

চাকুরী পরিক্ষা ও ভর্তি পরিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ

১. ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালিদের প্রথম বিদ্রোহ- [রাবি: ই ১৫-১৬, খ ১০-১১]

ক. ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ খ. নীল বিদ্রোহ গ. আগস্ট (১৯৪২) বিদ্রোহ ঘ. সিপাহি বিদ্রোহ

২. পলাশীর যুদ্ধ হয় কত সালে? [আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ, ০০]

ক. ১৭৭০, ২১ মে খ. ১৭৫৭, ২৩ জুন গ. ১৮৮৭, ২৩ মার্চ ঘ. ১৮৮০, ২৩ এপ্রিল

৩. মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়- [জবি খ. ০৫-০৬/দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সহকারী পরিদর্শক. ০৪]

ক. ১৯০৫ সালে খ. ১৯০৬ সালে গ. ১৯১০ সালে ঘ. ১৯১১ সালে

৪. প্রতি বছর কোন তারিখে ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ দিবস পালিত হয়? [জাবি: সি ১৫-১৬]

ক. ৩০ মে খ. ৩০ জুন গ. ৩০ জুলাই ঘ. ৩০ আগস্ট

ভাষা আন্দোলন

বাংলা ভাষা আন্দোলন ছিল ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশে) সংঘটিত একটি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। মৌলিক অধিকার রক্ষাকল্পে বাংলা ভাষাকে ঘিরে সৃষ্ট এ আন্দোলন ১৯৫২ সালের ২১'শে ফেব্রুয়ারিতে চূড়ান্ত রূপ ধারণ করলেও, বস্তুত এর বীজ রোপিত হয়েছিল বহু আগে; অন্যদিকে, এর প্রতিক্রিয়া এবং ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

প্রেক্ষাপট

১৯৪৭ সালে চৌধুরী খালিকুজ্জামান এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে প্রস্তাব করেন। যদিও পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬.৪০% লোকের মুখের ভাষা ছিল বাংলা। পাকিস্তানের মাত্র ৩.২৭% লোকের মুখের ভাষা ছিল উর্দু। এমতাবস্থায় ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। তাদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভাষাবিজ্ঞানী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং ড. মুহাম্মদ এনামুল হকসহ বেশ ক' জন বুদ্ধিজীবী 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় 'পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা' শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এ সময়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একটি ভাষণে বলেছিলেন, "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি।"

ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন: তমদ্দুন মজলিস

- ☑ **প্রতিষ্ঠা:** তমদ্দুন মজলিস গঠিত হয়- ১'লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সাল।
- ☑ **সদর দপ্তর:** বড় মগবাজার, ঢাকা।
- ☑ **ধরন:** এটি একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন।
- ☑ **দাবি:** বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা।
- ☑ **প্রতিষ্ঠাতা:** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাশেম।
- ☑ **ভাষা আন্দোলনের স্থপতি বা জনক:** অধ্যাপক আবুল কাশেমকে।
- ☑ **তমদ্দুন মজলিসের ভাষা আন্দোলনের মুখপাত্র:** সাপ্তাহিক সৈনিক পত্রিকা (১৯৪৮-১৯৬১)
- ☑ **সাপ্তাহিক সৈনিক পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক:** কালজয়ী কথাশিল্পী শাহেদ আলী।
- ☑ **১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা:** "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু" প্রকাশ করে।
- ☑ **তমদ্দুন মজলিসের লেখক তিনজন:** অধ্যাপক আবুল কাশেম, ড. কাজী মোতাহার হোসেন ও আবুল মনসুর আহমদ।

ভাষা আন্দোলনের প্রারম্ভিকতা: ১৯৪৮ [*****]

২৩ ফেব্রু, ১৯৪৮	২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের করাচিতে গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হলে কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির সাথে বাংলাকেও গণপরিষদের ভাষা হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাব উত্থাপন করেন।
১১ মার্চ, ১৯৪৮	শামসুল হকের আহব্বানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য 'সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। গণপরিষদে বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষার মর্যাদা না দেয়ায় পূর্ব বাংলায় সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। পুলিশ ৬৯ জন গ্রেপ্তার ও বহু ছাত্র হতাহত হন। ফলে ১৯৪৮-৫২ এর ভাষা আন্দোলনের সময়কালে প্রতিবছর ১১ মার্চ 'ভাষা দিবস' পালন করা হতো।
২১ মার্চ, ১৯৪৮	১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে একমাত্র উর্দু, অপর কোনো ভাষা নয়' ঘোষণা দেন পাক-গভর্নর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।
২৪ মার্চ, ১৯৪৮	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে অনুষ্ঠিত বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করলে উপস্থিত ছাত্ররা 'না না' বলে প্রতিবাদ জানায় ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ	১১ মার্চ, ১৯৫০	আব্দুল মতিন
সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ	৩১ জানুয়ারি, ১৯৫২	কাজী গোলাম মাহবুব

ভাষা আন্দোলনকালীন পাক-নেতৃত্ব

পূর্ব বাংলার মূখ্যমন্ত্রী	নুরুল আমিন
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী	খাজা নাজিমুদ্দিন
পাকিস্তানের গভর্নর	মালিক গোলাম মোহাম্মদ

পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি

১৯৪৯ সালের ৯ই মার্চ পাকিস্তান সরকার বাংলা ভাষা সংস্কারের নামে মাওলানা আকরাম খাঁ সভাপতি করে ১৭ সদস্যের একটি 'পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি' গঠন করে দেয়। ১৯৫১ সালে লিয়াকত আলী খান মৃত্যুবরণ করলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন খাজা নাজিমুদ্দীন।

সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ

১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় এক জনসভায় ঘোষণা করেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে গঠিত হয় "সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" (All Parties State Language Movement Committee) ৩১ শে জানুয়ারি, ১৯৫২ সালে। কমিটিতে সদস্য ছিল ২২ জন।

মাওলানা ভাসানী (সদস্য)	কাজী গোলাম মাহবুব (আহ্বায়ক)	শামসুল হক (সদস্য)	আব্দুল মতিন (সদস্য)

ভাষা আন্দোলনের উত্তাল দিন [*****]

২৬ জানুয়ারি, ১৯৫২	ঢাকার নবাব পরিবারে সদস্য ও পাকিস্তানের তৎকালীন পাক-প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দীন উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার ঘোষণা দেন।
৩১ জানুয়ারি, ১৯৫২	মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন রাজনৈতিক- সাংস্কৃতিক দলের সভায় 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। যার আহ্বায়ক ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব। 'সংগ্রাম পরিষদ' ২১ ফেব্রুয়ারি (৮ ফাল্গুন, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ) 'বৃহস্পতিবার 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেয়।
১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২	'রাষ্ট্রভাষা বাংলা' ও 'বন্দী মুক্তির দাবিতে শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদ ফরিদপুর জেলে আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করেন।
২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২	পূর্ব বাংলার নুরুল আমিন সরকার ঢাকা শহরে এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে এবং সকল ধরনের সভা, সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।
২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২	ছাত্রনেতা গাজীউল হকের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনের আমতলায় যে ঐতিহাসিক সভা শুরু হয় সেখানে ছাত্রনেতা আবদুল মতিনের প্রস্তাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি পেশ করার জন্য প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে (বর্তমান ঢাবির জগন্নাথ হল মিলনায়তনে) ১০ জন করে যাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সবার মুখে ছিল 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান। শান্তিপূর্ণ এ মিছিলটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ চত্বরে সমবেত হয়। পুলিশের সাথে ছাত্র-শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ বাঁধে এক পর্যায়ে পুলিশ মিছিলে গুলি চালালে ঘটনাস্থলেই শহীদ হয়- রফিক, জব্বার, বরকত, সালাম সহ মোট ৮ জন।

চাকুরী পরিক্ষা ও ভর্তি পরিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ

১. ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? [৪২তম বিসিএস/ঢাবি: বি ২০-২১/সাইফার অফিসার : ১৯]
ক. খাজা নাজিমুদ্দীন খ. লিয়াকত আলী খান গ. মোহাম্মদ আলী ঘ. নুরুল আমিন

২. পাকিস্তান শাসনতান্ত্রিক পরিষদের (Constituent Assembly) ধারা বিবরণীতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবি কে প্রথম করেছিলেন? [বাতিলকৃত ২৪ BCS, ৩৫ BCS]
ক. আবুল হাসেম খ. শেখ মুজিবুর রহমান গ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

৩. ২১ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? [১৩ BCS]
ক. নূরুল আমীন খ. লিয়াকত আলী গ. মোহাম্মদ আলী ঘ. খাজা নাজিমুদ্দীন

উত্তরপত্র	১. ক	২. ঘ	৩. ঘ

ভাষা আন্দোলনের শহিদ [*****]

	শহীদ রফিক ▪ বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ- রফিক ▪ শহিদ- ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে। ▪ জন্ম- ৩০ অক্টোবর ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে মানিকগঞ্জ জেলার পারিল গ্রামে। ▪ পরিচয়- তৎকালীন জগন্নাথ কলেজে (জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়) হিসাববিজ্ঞানের ছাত্র।
	শহিদ আবুল বরকত (ডাকনাম: আবাই) ▪ শহিদ হয়েছেন- ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে । ▪ জন্ম- ১৩ জুন ১৯২৭ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায়। ▪ পরিচয়- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এম.এ ক্লাসের ছাত্র। ▪ শহিদ আবুল বরকত ২০০০ সালে মরণোত্তর একুশে পদক পান। ▪ আবুল-বরকত স্মৃতি যাদুঘর অবস্থিত- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জহুরুল হক হল সংলগ্ন।
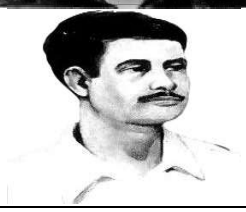	**শহিদ আব্দুস সালাম** ▪ গুলিবদ্ধ হন ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৭ এপ্রিল ১৯৫২ সালে মৃত্যুবরণ করেন। ▪ জন্ম- ১৯২৫ সালের ২৭ নভেম্বর ফেনী জেলার সালমা নগর গ্রামে। ▪ পরিচয়- ডাইরেক্টর অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অফিসে রেকর্ড কিপার পদে চাকরি করতেন।
	ভাষা শহিদ শফিউর ▪ শহিদ হয়েছে- ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে। ▪ জন্ম- ২৪ জানুয়ারি ১৯১৮ সালে ভারতের চব্বিশ পরগনা জেলার কোন্নাগরে। ▪ পরিচয়- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ক্লাসের প্রাইভেট ছাত্র ও ঢাকা হাইকোর্টের কেরানি। ▪ তাঁর পিতা মাহবুবুর রহমান জাতীয় শহীদ মিনারের উদ্বোধন করেন।
আব্দুল আউয়াল	রিকশা চালক, গেন্ডারিয়া ঢাকা
মো: অহিদুল্লাহ	শিশু শ্রমিক [সবচেয়ে কম বয়সী ভাষা শহিদ (৯/১০ বছর)]
আখতারুজ্জামান	অজ্ঞাতনামা

চাকুরী পরিক্ষা ও ভর্তি পরিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ

১. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শহিদ আবুল বরকতের ডাক নাম কী ছিল? [DU ঘ'১৬-১৭]
ক. খোকা খ. আবাই গ. আবু ঘ. আবুল

২. কে ভাষা শহিদ নন? [জবি-ঘ. ০৯-১০]
ক. নূর হোসেন খ. রফিক গ. জব্বার ঘ. সালাম

৩. কোন ভাষা শহিদ 'ঢাকা হাইকোর্ট' এর কর্মচারী ছিলেন? [১৫তম বিজেএস (সহকারী জজ]
ক. আবদুস সালাম খ. শফিউর রহমান গ. আবদুল আউয়াল ঘ. রফিক উদ্দীন

৪. ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি প্রথম শহীদ- [রাবি, এ ১২-১৩]
ক. রফিক খ. সালাম গ. বরকত ঘ. জব্বার

উত্তরপত্র	১. খ	২. ক	৩. খ	ঘ. ক

শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ (প্রথম শহিদ মিনার)

প্রথম শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ

ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে শহিদদের স্মরণে মেডিকেল কলেজের হোস্টেল প্রাঙ্গনে একটি শহিদ স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি শহিদ শফিউরের পিতা মাহবুবুর রহমান শহিদ মিনারটি অনানুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। স্মৃতিস্তম্ভটির নকশা আঁকেন বদরুল আলম। ২৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় পুলিশ ও সেনাবাহিনী শহিদ মিনারটি ভেঙ্গে ফেলে। ২১ ফেব্রুয়ারি প্রথম শহিদ দিবস পালিত হয়ে আসছে ১৯৫৩ সাল থেকে। ঢাকার বাহিরে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয় রাজশাহী কলেজে।

মুজিবনগর সরকারের গঠন ও কার্যাবলি

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল : ১৯৭০ সালের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধিগণ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় একত্রিত হয়ে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' গঠন করে এবং বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রীরূপে ঘোষণা করে। ওই দিন আনুষ্ঠানিকভাবে জারি করা হয় 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা আদেশ, তবে এটি কার্যকর ধরা হয় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল : ১০ এপ্রিল গঠিত মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে শপথ গ্রহণ করেন। প্রবাসী সরকারের প্রধান ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর নামানুসারে বৈদ্যনাথতলার নতুন নামকরণ করা হয় মুজিবনগর। এ সরকার 'প্রবাসী সরকার' ও 'অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার' নামেও পরিচিত। বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাজধানী করা হয় মুজিবনগর। সরকারের অস্থায়ী সচিবালয় স্থাপিত হয় কলকাতার ৮ নং থিয়েটার রোডে (বর্তমান শেক্সপিয়র সরণি)। অধ্যাপক ইউসুফ আলী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা আদেশ পাঠ করেন এবং ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ করান। প্রতিবছর ১৭ এপ্রিল 'মুজিবনগর দিবস' হিসেবে পালিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে ৩ জন আওয়ামী লীগ নেতার (শেখ মুজিবুর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং অধ্যাপক ইউসুফ আলী) নাম উল্লেখ রয়েছে।

- ☑ শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন- জনাব আবদুল মান্নান।
- ☑ মন্ত্রীপরিষদ সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান- অধ্যাপক ইউসুফ আলী।
- ☑ মেহেরপুরের ভবের পাড়া বৈদ্যনাথতলার নাম 'মুজিবনগর' রাখেন- তাজউদ্দিন আহমেদ।
- ☑ শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন তৎকালীন মেহেরপুরের সাব-ডিভিশন অফিসার তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী।

মুজিবনগর সরকার প্রশাসন [******]

শেখ মুজিবুর রহমান	*সৈয়দ নজরুল ইসলাম*	*তাজউদ্দীন আহমেদ*	*ক্যাপ্টেন এম.মনসুর আলী*	*এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান*	*মোশতাক আহমেদ*
(গোপালগঞ্জ- ১৯২০)	(কিশোরগঞ্জ- ১৯২৫)	(গাজীপুর- ১৯২৫)	(সিরাজগঞ্জ- ১৯১৯)	(রাজশাহী- ১৯২৬)	(কুমিল্লা- ১৯১৯)

নাম	পদমর্যাদা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	➲ রাষ্ট্রপতি [মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক]
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	➲ উপ-রাষ্ট্রপতি (রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি)
তাজউদ্দীন আহমেদ	➲ প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্থানীয় প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, তথ্য ও বেতার, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ।
ক্যাপ্টেন এম.মনসুর আলী	➲ অর্থ,জাতীয় রাজস্ব, বাণিজ্য, শিল্প ও পরিবহন মন্ত্রণালয়।
এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান	➲ স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং কৃষি মন্ত্রণালয়।
খন্দকার মোশতাক আহমেদ	➲ পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
কর্নেল (অব.) এম.এ.জি. ওসমানী (সিলেট)	➲ সেনাবাহিনী প্রধান (মন্ত্রীর পদমর্যাদা)।
কর্নেল (অব.) এম. এ. রব	➲ সেনাবাহিনীর উপপ্রধান-চীপ অব স্টাফ।
গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার	➲ ডেপুটি চিপ অব স্টাফ

১. স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য কত জনকে বীর উত্তম উপাধিতেভূষিত করা হয়? [২০,২৪ BCS]
ক. ২৫৭ জন খ. ১৬৩ জন গ. ৪৪ জন ঘ. ৬৮ জন

২. বাংলাদেশে মোট রাষ্ট্রীয় খেতাবপ্রাপ্ত (১৯৭৩) মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা কত? [DU ঘ' ১৬-১৭]
ক. ৬৭৬ খ. ৫৪৮ গ. ৪২৬ ঘ. ১৭৫

৩. স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের জন্য বীরপ্রতীক উপাধি লাভ করে কতজন? [২৭ BCS/MC ০৬-০৭]
ক. ৭ জন খ. ৬৮ জন গ. ১৭৫ জন ঘ. ৪২৬ জন

৪. মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য প্রদত্ত সর্বোচ্চ খেতাব কোনটি? [নার্সিং ও মিডওয়াইফারি নিয়োগ: ২০১৯-২০]
ক. বীরশ্রেষ্ঠ খ. বীরউত্তম গ. বীরবিক্রম ঘ. বীরপ্রতীক

৫. বাংলাদেশের কোন জীবিত ব্যক্তিকে প্রদত্ত সর্বোচ্চ বীরত্বসূচক পদক কী? [DU ঘ' ৯৬-৯৭]
ক. বীরশ্রেষ্ঠ খ. বীর উত্তম গ. বীর প্রতীক ঘ. বীর বিক্রম

৬. সেনাবাহিনীর কতজন সদস্য দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সামরিক খেতাব 'বীর উত্তম' পদক প্রাপ্ত হয়েছেন ? [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-১৮)
ক. ৫২ জন খ. ৪১ জন গ. ৪৯ জন ঘ. ৫০ জন

৭. ১৯৭৩ সালের কত তারিখে বীরত্বপূর্ণ অবদানসরূপ সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ?
ক. ১২ ডিসেম্বর খ. ১০ নভেম্বর গ. ৩১ ডিসেম্বর ঘ. ১৫ ডিসেম্বর

৮. বাংলাদেশে মর্যাদা অনুযায়ী ৩য় বীরত্বসূচক খেতাব- [৩৭তম বিসিএস/পিজিসিএল প্রশাসন : ২১]
ক. বীরশ্রেষ্ঠ খ. বীর উত্তম গ. বীর প্রতীক ঘ. বীর বিক্রম

০৮. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য নিচে উল্লেখিত কোন বিদেশি নাগরিককে 'বীর প্রতীক' উপাধি দেওয়া হয়েছে? [ঢাবি-খ, ২৩-২৪]
ক. ডাব্লিউ এ এস ওডারল্যান্ড খ. সায়মন ড্রিং গ. অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস ঘ. জে এফ আর জ্যাকব

০৯. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মর্যাদা অনুসারে বীরত্বসূচক খেতাবের ক্ষেত্রে তৃতীয় খেতাব- [চাবি-B, ২৩-২৪]
ক. বীর প্রতীক খ. বীর বিক্রম গ. বীরশ্রেষ্ঠ ঘ. বীরউত্তম উত্তর:খ

১০. 'বীরপ্রতীক' খেতাবপ্রাপ্ত সর্বকনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধার নাম কী? [রাবি-A1, ২৩-২৪]
ক. আকবর হোসেন খ. শহীদুল ইসলাম গ. মোহাম্মদ শফিউল্লাহ ঘ. মাহবুব-উল-আলম

উত্তরপত্র	১. ঘ	২. ক	৩. ঘ	৪. ক	৫. খ	৬. খ	৭. ঘ	৮. ক	৯. খ	১০. খ

মুক্তিযুদ্ধে : সাত বীরশ্রেষ্ঠ [*****]

ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ

- বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে প্রথম শহীদ ***(অপসনে না থাকলে মোস্তফা কামাল হবে)***
- **জন্ম:** ১৯৪৩ সালের ফরিদপুর জেলার সালামতপুর গ্রামে।
- **কর্মস্থল:** ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)।
- **মুক্তিযুদ্ধে অংশরত সেক্টর:** ১ নং সেক্টর।
- **মৃত্যু:** ৮ এপ্রিল, ১৯৭১ সাল।
- **সমাধি:** রাঙ্গামাটির নানিয়ার চরে।

সিপাহী মোস্তফা কামাল

- **জন্ম:** ১৯৪৭ সালে ভোলা জেলার হাজিপুর গ্রামে।
- **কর্মস্থল:** সেনাবাহিনী।
- **মুক্তিযুদ্ধে অংশরত সেক্টর:** ২ নং সেক্টর।
- **মৃত্যু:** ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১ সাল।
- **সমাধি-** ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ার দরুইন গ্রামে।

সিপাহী হামিদুর রহমান

- তিনি সর্বকনিষ্ঠ শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ।
- **জন্ম:** ১৯৫৩ সালে ঝিনাইদহ জেলার খালিশপুর গ্রামে।
- **কর্মস্থল:** সেনাবাহিনী
- **মুক্তিযুদ্ধে অংশরত সেক্টর:** ৪ নং সেক্টর।
- **মৃত্যু:** ২৮ অক্টোবর, ১৯৭১ সাল।
- **সমাধি:** মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থান।

ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

- **বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে সর্বশেষ শহীদ হন।**
- **জন্ম:** ৭ মার্চ, ১৯৪৯ সালে বরিশাল জেলায়।
- **মৃত্যু:** ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১
- **কর্মস্থল:** সেনাবাহিনী
- **মুক্তিযুদ্ধে অংশরত সেক্টর:** ৭নং সেক্টর
- **সমাধি:** চাঁপাইনবাবগঞ্জের ছোট সোনা মসজিদ প্রাঙ্গনে।

ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ

- **জন্ম:** ১৯৩৬ সালে নড়াইল জেলার মহিষখোলা গ্রামে।
- **কর্মস্থল:** ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)।
- **মুক্তিযুদ্ধে অংশরত সেক্টর:** ৮ নং সেক্টর।
- **মৃত্যু:** ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সাল।
- **সমাধি:** যশোরের কাশিপুর নামক স্থানে।

স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ার রুহুল আমিন

- **জন্ম:** ১৯৩৫ সালে নোয়াখালী জেলার বাগপাদুরা গ্রামে।
- **কর্মস্থল:** নৌবাহিনী।
- **পদবি:** স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ার বা ইঞ্জিনরুম আর্টিফিশার (গানবোট- পলাশ)
- **মুক্তিযুদ্ধে অংশরত সেক্টর:** ১০নং সেক্টর।
- **মৃত্যু:** ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল।
- **সমাধি:** বাগমারা, রূপসা নদীরপার, খুলনা।

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান

- **জন্ম:** ১৯৪১ সালে ঢাকায় কিন্তু পৈতৃক বসতি নরসিংদী জেলায়।
- **কর্মস্থল:** বিমানবাহিনী।
- **সেক্টর:** মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন।
- পাকিস্তান বিমান বাহিনীর একটি T-33 প্রশিক্ষণ বিমান, ছদ্ম নাম (Blue Bird) ছিনতাই করে নিয়ে দেশে ফেরার পথে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন।
- **মৃত্যু:** ২০ আগস্ট, ১৯৭১ সাল।
- **সমাধি:** পাকিস্তানের করাচির মাশরুর ঘাঁটি থেকে তাঁর দেহাবশেষ এনে ২০০৬ সালে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

গণপরিষদ ও সংবিধান

১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার কলকাতার ৮ নং থিয়েটার থেকে বাংলাদেশে আসে। অন্যদিকে শেখ মুজিবুর রহমান ৮ জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পান অত:পর ব্রিটেন ও ভারত সফর শেষে ১০ জানুয়ারি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন (প্রত্যাবর্তন দিবস)। ১১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি হিসেবে "অস্থায়ী সাংবিধানিক আদেশ" জারি করেন। ১২ জানুয়ারি তিনি রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করে তাজউদ্দিন আহমেদকে সরিয়ে নিজে প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন। তাজউদ্দিন আহমেদ হন অর্থমন্ত্রী (১৯৭২-১৯৭৪)। আর নতুন রাষ্ট্রপতি হন আবু সাঈদ চৌধুরী। ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী "বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ" জারি করেন। বাংলাদেশ গণপরিষদ হল বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে অস্থায়ী সংসদ। এই গণপরিষদ ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত অস্থায়ী সংসদ হিসেবে কার্যকরী ছিল। এই আদেশ বলে, ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত ৪৬৯ জন (জাতীয় পরিষদে ১৬৯ জন আর প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০ জন) এর মধ্যে ৪০৩ জন সদস্য নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়।

তারিখ	সম্পাদিত কর্ম
১১ জানুয়ারি, ১৯৭২	অস্থায়ী সাংবিধানিক আদেশ জারি করেন শেখ মুজিবুর রহমান।
২৩ মার্চ, ১৯৭২	বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ জারি করা।
১০ এপ্রিল, ১৯৭২	গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে।
১১ এপ্রিল, ১৯৭২	**সংবিধান প্রণয়ন কমিটি** সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ১১ এপ্রিল ড. কামাল হোসেনকে সভাপতি করে ৩৪ সদস্যের সংবিধান রচনা কমিটির গঠন করা হয়।
১৭ এপ্রিল, ১৯৭২	সংবিধান প্রণয়ন কমিটি প্রথম অধিবেশন সম্পন্ন করে।
১২ অক্টোবর, ১৯৭২	সংবিধানের খসড়া গণপরিষদে উত্থাপন করা হয়।
৪ নভেম্বর, ১৯৭২	➢ খসড়া সংবিধান গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়। ➢ সংবিধান দিবস ৪ নভেম্বর পালিত হয়। ➢ বাংলা ১৮ই কার্তিক, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ।
১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২	➢ গণপরিষদের সদস্যগণ খসড়া সংবিধানে স্বাক্ষর করেন। ➢ প্রথম স্বাক্ষর করেন শেখ মজিবুর রহমান।
১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২	সংবিধান কার্যকর ও গণপরিষদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।

সংবিধান ও গণপরিষদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্ব [*****]

ব্যক্তির নাম	সম্পাদিত কর্ম
রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী	গণপরিষদের আদেশ জারি করেন
শেখ মুজিবুর রহমান	গণপরিষদের প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা
ড. কামাল হোসেন	সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি ও রূপকার
মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ	গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি
শাহ আব্দুল হামিদ	প্রথম অধিবেশনে স্পিকার
মোহাম্মদ উল্লাহ	➢ প্রথম অধিবেশনে ডেপুটি স্পিকার ➢ জাতীয় সংসদের প্রথম স্পিকার
রাজিয়া আক্তার বানু	সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য
সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত	➢ একমাত্র বিরোধীদলীয় সদস্য ➢ হস্তলিখিত সংবিধানে স্বাক্ষর করেননি।
এ.কে.এম আব্দুর রউফ	হস্তলিখিত সংবিধানের লেখক
ড. আনিসুজ্জামান	সংবিধান পর্যালোচনার ভাষা বিশেষজ্ঞ
আই গাথরি	সংবিধান রচনা কমিটির বিদেশি বিশেষজ্ঞ

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০ অনুযায়ী উপজাতি (Tribe) এর নেতিবাচকতা এড়াতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নামকরণ করা হয়। বাংলাদেশে বর্তমান ৫০টি জাতিসত্তার বসবাস আছে। সবচেয়ে বেশি বসবাস পার্বত্য চট্টগ্রামে **১১** টি। জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলাদেশের বৃহত্তম উপজাতি চাকমা ও মারমা (২য়) আর সবচেয়ে কম ভিল উপজাতির (৯৫ জন)। বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী চাকমা, মারমা, খুমি, তঞ্চঙ্গ্যা, রাখাইন; খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী লুসাই, খাসিয়া এবং গারো। সনাতনে বিশ্বাসী ত্রিপুরা, হাজং, পাংখোয়া। মুসলমান উপজাতি পাঙন ও লাগোয়া। মাতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা- গারো ও খাসিয়াদের।

অঞ্চলভিত্তিক উপজাতি [*****]

চাকমা (চাঙমা)	রাঙ্গামাটি (প্রধান আবাসস্থল), খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কক্সবাজার
মারমা	খাগড়াছড়ি, বান্দরবান (প্রধান আবাসস্থল), রাঙ্গামাটি
সাঁওতাল	রংপুর ও রাজশাহী বিভাগে (প্রধান আবাসস্থল), দিনাজপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, বগুড়া
ম্রো/মুরং (মারুসা)	বান্দরবান (চিম্বুক পাহাড়ের পাদদেশে)। ***(অশসনে এগুলো না থাকলে মারমা দিবেন)।***
টিপরা (ত্রিপুরা)	খাগড়াছড়ি (প্রধান আবাসস্থল), রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম
তঞ্চঙ্গা	রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার
লুসাই/বনজোগী	রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান
পাংখোয়া	বান্দরবান, রাঙ্গামাটি
চাক/খুমি	বান্দরবান
খিয়াং	রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও চট্টগ্রাম
মণিপুরি	মৌলভীবাজার (প্রধান আবাসস্থল), সিলেট, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ
শবর	মৌলভীবাজার ও সিলেট
মুন্ডা	সিলেট (চা বাগান), যশোর ও খুলনা
গারো (মান্দি)	ময়মনসিংহ (প্রধান আবাসস্থল), শেরপুর, নেত্রকোণা, টাঙ্গাইল, জামালপুর, সুনামগঞ্জ, সিলেট ও গাজীপুর
খাসিয়া (খাসি)	সিলেট (জৈন্তিকা পাহাড়), সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার
হাজং,হদি/হাদুই	ময়মনসিংহ (হাজংদের প্রধান আবাসস্থল), নেত্রকোনা ও শেরপুর।
কোচ	শেরপুরে (প্রধান আবাসস্থল), ময়মনসিংহ, গাজীপুর ও টাঙ্গাইলের বরেন্দ্র পাহাড়ি এলাকায়
রাখাইন/মগ	পটুয়াখালী, কক্সবাজার
কুকি	কক্সবাজার
রাজবংশী	রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া ও ময়মনসিংহ
ওরাওঁ	রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী ও বগুড়া
কোল	চাপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী
বাওয়ালি	সুন্দরবনের গোলপাতা সংগ্রহকারী
পাঙ্গন/লাউয়া	মুসলমান উপজাতি

চাকুরী পরিক্ষা ও ভর্তি পরিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ

১. বাংলাদেশের হাজং নৃ-গোষ্ঠির বাস কোথায়? [ঢাবি: (খ ইউনিট): ২০২২-২৩)]

ক. নেত্রকোনা খ. সিলেট গ. রংপুর ঘ. বান্দরবান

২. ওরাওঁ জনগোষ্ঠী কোন অঞ্চলে বসবাস করে? [৪৩তম বিসিএস-২০২১]

ক. রাজশাহী-দিনাজপুর খ. বরগুনা-পটুয়াখালী গ. রাঙামাটি-বান্দরবান ঘ. সিলেট-হবিগঞ্জ

৩. গারো উপজাতি কোন জেলায় বাস করে? [৪০ BCS]

ক. পার্বত্য চট্টগ্রাম খ. সিলেট গ. ময়মনসিংহ ঘ. টাঙ্গাইল

৪. বাংলাদেশে বসবাসকারী কোন উপজাতিরা মুসলমান? [৩৬ BCS/রাবি-দর্শন, ০৭-০৮, জবি খ ১৩-১৪]

ক. রাখাইন খ. মারমা গ. পাঙন ঘ. খিয়াং

দক্ষিণ এশিয়া

দক্ষিণ এশিয়া হল এশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল, বর্তমানে এই অঞ্চলটি আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপ নিয়ে গঠিত। ভৌগোলিকভাবে এটি ভারতীয় প্লেটে অবস্থিত এবং এর দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং উত্তরে হিমালয়, কারাকোরাম ও পামির পর্বত। দক্ষিণ এশিয়া নামটি মূলত ব্রিটিশ রাজ্যের প্রশাসনিক সীমানা থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। ১৮৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূল অঞ্চল ছিল এই দক্ষিণ এশিয়া।

দেশ	রাজধানী	মুদ্রা	দেশ	রাজধানী	মুদ্রা
বাংলাদেশ	ঢাকা	টাকা	**আফগানিস্তান**	কাবুল	আফগানি
ভারত	নয়াদিল্লি	রুপি	**নেপাল**	কাঠমুন্ডু	রুপি
ভুটান	থিম্পু	গুলট্রাম	**মালদ্বীপ**	মালে	রুপিয়া
শ্রীলংকা	জয়াবর্ধনেকোটে	রুপি	**পাকিস্তান**	ইসলামাবাদ	রুপি

ভারত

ভারত দক্ষিণ এশিয়ার একটি রাষ্ট্র। ভৌগোলিক আয়তনের বিচারে এটি দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম এবং বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম রাষ্ট্র। ভারতের সীমান্তবর্তী দেশের সংখ্যা ৭টি যথা; বাংলাদেশ, মিয়ানমার, নেপাল, ভুটান, পাকিস্তান, চীন ও আফগানিস্তান। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট ভারত ডোমিনিয়ন রাষ্ট্র হিসেবে ব্রিটিশ শাসনজাল থেকে মুক্তিলাভ করে । একই সঙ্গে দেশের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে গঠন করে পাকিস্তান রাষ্ট্র। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি নতুন সংবিধান প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। বর্তমানে ভারত দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ ওয়েস্টমিনিস্টার-ধাঁচের 'আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয়' সংসদ সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে।

রাষ্ট্রীয় নাম	রাজধানী	ভাষা	মুদ্রা
Republic of India	নয়াদিল্লি	হিন্দি, ইংলিশ	রুপি

- ☑ দক্ষিণ এশিয়ায় আয়তনে ও পৃথিবীর জনসংখ্যায় বৃহত্তম দেশ - ভারত।
- ☑ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ও বৃহত্তম সংবিধান আছে- ভারতের।
- ☑ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে নয়াদিল্লিতে স্থানান্তরিত করা হয়- ১৯১২।
- ☑ ভারতের পার্লামেন্ট হচ্ছে -দ্বিকক্ষবিশিষ্ট; উচ্চকক্ষ- রাজ্যসভা, নিম্নকক্ষ- লোকসভা।
- ☑ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যসভার নাম- বিধানসভা।
- ☑ ভারতের লোকসভা মোট আসন- ৫৪৫ টি - ৫৪৩ টি নির্বাচিত, ২ টি সংরক্ষিত।
- ☑ ভারতের রাজ্যসভার প্রতিনিধি- ২৪৫টি (নির্বাচিত আসন- ২৩৩ জন)
- ☑ ভারতে প্রথম লোকসভা গঠিত হয়- ১৯৫২ সালে।
- ☑ ভারতের বিখ্যাত 'আনন্দ ভাবনটি' অবস্থিত- এলহাবাদে।
- ☑ ভারতের গোলযোগপূর্ণ "অনন্তবার্গ শহরটি" কাশ্মীরে অবস্থিত।
- ☑ ভারতের রাজস্থানের জয়শলমারী শহরকে- গোল্ডসিটি বা স্বর্ণ শহর বলা হয়।
- ☑ ভারতের বিখ্যাত 'তিনমূর্তি ভবনটি' নয়াদিল্লিতে অবস্থিত।
- ☑ ব্ল্যাক ক্যাট- হচ্ছে ভারতের কমান্ডো বাহিনী।
- ☑ সরোজিনী নাইডু (প্রথম মহিলা গভর্নর) ভারতীয় কোকিল বা দ্য নাইটেঙ্গেল অব ইন্ডিয়া নামে পরিচিত।
- ☑ ভারতের নিরাপত্তা বাহিনী মণিপুরে যে অভিযান চালায় তাকে- অপারেশন ব্লু বার্ড বলে।
- ☑ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর।
- ☑ পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম চাঁদের দক্ষিণ মেরু জয় করে ভারতের চন্দ্রযান-৩ (২৩ আগস্ট, ২০২৩)

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ (India-Pakistan War)

প্রথম যুদ্ধ (১৯৪৭-৪৯)	▪ **যুদ্ধ বিরতি কার্যকর:** ০১ জানুয়ারি, ১৯৪৯ সাল ▪ যুদ্ধ বন্ধে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাস হওয়া রেজুল্যেশনের মাধ্যমে **Line of Control** বা নিয়ন্ত্রণ রেখা কার্যকর হয়। ▪ **ভারতের নিয়ন্ত্রণে:** কাশ্মীর উপত্যকা, জম্মু ও লাদাখ। ▪ **পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে:** আজাদ কাশ্মির এবং গিলগিট, বালতিস্তান (ঝিলঝিট বালতিস্তান)
দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৯৬৫-৬৬)	▪ **অস্ত্রবিরতি কার্যকর:** ১০ জানুয়ারি, ১৯৬৬ (তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে) ▪ **স্বাক্ষরিত হয়:** তাসখন্দ, উজবেকিস্তান (মধ্যস্থতা: সোভিয়েত ইউনিয়ন/রাশিয়া) ▪ **স্বাক্ষর করেন:** ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান
তৃতীয় যুদ্ধ (০৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১)	▪ বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা করে ভারত। ▪ **সমাপ্তি:** ০২ জুলাই, ১৯৭২ সালে সিমলা চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দি হস্তান্তরে এটির সমাধান হয়।
চতুর্থ যুদ্ধ (১৯৯৯)	▪ **অন্য নাম:** কারগিল যুদ্ধ ▪ **মধ্যস্থতা করেন-** রাশিয়া ও আমেরিকা

চীন-ভারত যুদ্ধ - ১৯৬২

বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ আকসাই চীন, তিব্বত উপত্যকা ও চীনের জিনজিয়াং প্রদেশের মাঝে অবস্থিত একটি সুউচ্চ মরুভূমি। 'জনসন লাইন' এর মাধ্যমে আকসাই চীনকে লাদাখের অন্তর্ভুক্ত করা হয় ১৮৬৫ সালে। ১৯১৪ সালে 'ম্যাকমোহন লাইনের মাধ্যমে ভারতের ও তিব্বতের মধ্যে সীমানা টানা হয়। এতে অরুণাচল ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় কিন্তু চীন অরুণাচলকে দক্ষিণ তিব্বত হিসেবে মনে করে। ১৯৫১ সালে চীন তিব্বত অধিগ্রহণ করে। ১৯৫৯ সালে তিব্বতের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা চতুর্দশ দালাইলামা চীনের বিরুদ্ধে এক ব্যর্থ অভ্যুত্থান করে ভারতে পালিয়ে এসে রাজনৈতিক আশ্রয় নেয়। এতে চীন ও ভারতের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কের অবনতি হয়। ১৯৬২ সালে চীন ভারত আক্রমণ করলে আকসাই চীন ও অরুণাচল প্রদেশে চীনা People's Liberation Army প্রবেশ করে এবং চীন এ যুদ্ধে জয়লাভ করে। পরবর্তীতে অরুণাচল প্রদেশ ভারতকে ফিরিয়ে দেয়। তবে এখনো ভারতের অরুনাচল রাজ্যটির একাংশ দাবি করে চীন। আকসাই চীন আর লাদাখের মধ্যবর্তী গালওয়ান উপত্যকায় দুই দেশের সীমানা চিহ্নিত হয় Line of Actual Control (প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা) দ্বারা। ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান চীনকে ছেড়ে দেয় কাশ্মীরের ট্রান্স কারাকোরাম অঞ্চলটি।

ভারতের বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ

প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রপতি	ড. জাকির হোসেন (৩য়)	প্রথম শিখ প্রধানমন্ত্রী	ড. মনমোহন সিং
প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন	ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ	প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি	প্রতিভা পাতিল
স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর	লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন	প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী	ইন্দিরা গান্ধী (লৌহ মানবী)

মহাত্মা গান্ধী

ভারতের জাতির জনক ও অহিংস আন্দোলনের প্রবক্তা। তাঁর জন্ম তারিখ ২ অক্টোবরে পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস'। প্রকৃত নাম- মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী 'মহাত্মা' উপাধি দেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন- ১৯০৬ সালে। তিনি কখনোই রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হননি। ১৯৪৮ সালে 'নথুরাম গডসে' নামক এক সন্ত্রাসী হিন্দু আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

- গান্ধী আশ্রম অবস্থিত- নোয়াখালী জেলায়।
- মহাত্মা গান্ধী সম্পাদিত পত্রিকার নাম- ' দ্যা ইন্ডিয়ান অপিনিয়ন'।
- 'মাহাত্মা গান্ধী' ১৯১৭ সালে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন- দক্ষিন আফ্রিকায়।
- কংগ্রেস এর সভাপতি নির্বাচিত হন- ১৯২১ সালে।

- গ্রিসের উচ্চতম পর্বতের নাম- মাউন্ট অলিম্পাস।
- গ্রীসের প্রাচীন উল্লেখযোগ্য দার্শনিক ছিলেন- সক্রেটিস, প্লেটো এবং এরিস্টটল।
- 'ফিলোসফি' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন গ্রিক গণিতজ্ঞ- পিথাগোরাস।
- বাংলাদেশে একমাত্র গ্রীক সমাধি রয়েছে- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্বরে।
- গণতন্ত্রের সূতিকাগার/আতুরঘর বলা হয়- গ্রিসকে পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম অঙ্কন করেন- গ্রিকরা।
- জলপাই গাছের দেশ বলা হয়- গ্রীসকে। অলিম্পিকের দেশ হিসেবে খ্যাত- গ্রীস।

গ্রিসের বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ

SPAA [S= সক্রেটিস, P= প্লেটো, A= এরিস্টটল, A= আলেকজান্ডোর]

সক্রেটিস

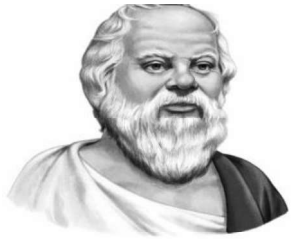

- দর্শনের জনক ও জ্ঞানের পিতা হিসেবে সমাদৃত।
- গ্রিক সভ্যতায় যুক্তিবাদী দার্শনিকদের বলা হত- সোফিস্ট।
- বিখ্যাত উক্তি-
  - Know thyself /We want justice
  - An unexamined life is not worth living
- 'হেমলক' নামক বিষপানে তাকে হত্যা করা হয় ।

প্লেটো

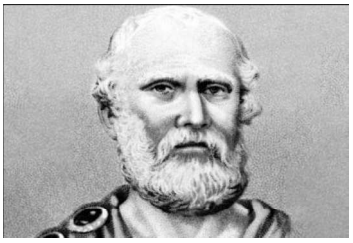

- আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণার প্রবর্তক ।
- তার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- **অ্যাকাডেমি**
- বিখ্যাত গ্রন্থ- **রিপাবলিক, ডায়ালগস, স্টেইটম্যান**
- **সদগুণ বলতে**- প্রজ্ঞা, সাহস আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ন্যায়কে বুঝিয়েছেন।
- **উক্তি:** শাসক যদি হয় ন্যায়পরায়ণ আইন অনাবশ্যক, শাসক যদি হয় দুর্নীতি পরায়ণ আইন নিরর্থক

এরিস্টটল

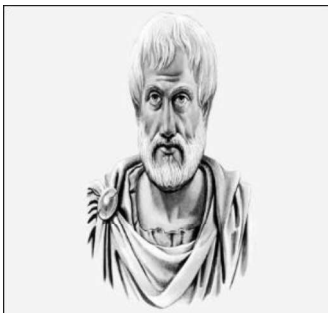

- রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা ও জীববিদ্যার জনক।
- সর্বপ্রথম যৌক্তিক ধারণার প্রবর্তন করেন- এরিস্টটল।
- প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান- **লাইসিয়াম**
- বিখ্যাত গ্রন্থ- পলিটিকস, ইথিকস্, লজিক ও রেটোরিক
- **উক্তি:** মানুষ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব/আইন হল পক্ষপাতহীন যুক্তি
- Golden Mean (সুবর্ণ মধ্যক) হচ্ছে দুটি চরম পন্থার মধ্যবর্তী অবস্থান

আলেকজান্ডার

- আলেকজান্ডার মেসিডোনিয়ার ছিলেন। তার সেনাপতি- সেলুকাস
- মাত্র ২০ বছর বয়সে তিনি সিংহাসনে বসেন।
- খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করে দখল করেন।
- তিনি তার সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন- ব্যাবিলনে।
- **সমাধি:** মৃত্যু হয় ইরাকে তবে সমাধি আলেকজান্দ্রিয়া (মিশরে)।

মহাকবি হোমার

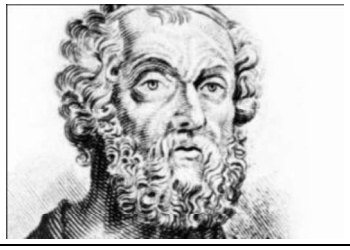

- হোমার গ্রীসের অন্ধ মহাকবি।
- ***'ইলিয়াট' ও 'ওডেসি'*** তার দু'টি মহাকাব্য।
- বিখ্যাত উক্তি-
  - **"প্রতিটি দুঃখী আত্মা সততার প্রতীক"**
  - **"অসৎ আনন্দের চেয়ে পবিত্র বেদনা ভালো"**

- অপেরার প্রথম প্রচলন হয়- ইতালিতে।
- ফ্যাসিবাদের প্রবক্তা বেনিত মুসোলিনী ছিলেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী।
- মুসোলিনীর রাজনৈতিক দলের নাম ছিল 'ন্যাশনাল ফ্যাসিস্ট পার্টি'।
- ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত ইতালির বিখ্যাত দ্বীপ- **সিসিলি, সার্ডিনিয়া ও কর্সিকা।**
- ইতালির ভেতরে রোমের পাশে ভ্যাটিকান সিটি ও স্যান ম্যারিনো নামে স্বাধীন রাষ্ট্র রয়েছে।
- মানচিত্রে ইতালির আকৃতি অনেকটা বুট জুতোর মতো দেখায়। ইউরোপের বুট বলা হয়- ইতালিকে।
- ইতালিতে রেনেসাঁ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়- চতুর্দশ শতাব্দীতে ফ্লোরেন্স নগরীতে।
- ইতালির চিত্রশিল্পী, ভাস্কর ও কবি মাইকেল অ্যাঞ্জেলোকে 'রেনেসাঁ মানব' বলা হয়।

ইতালির বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব

মাইকেল এঞ্জেলা

- ইতালির কবি, ভাস্কর এবং চিত্রশিল্পী
- বিখ্যাত চিত্রকর্ম-
  - ***Madonna of the Steps***
  - ***David***
  - ***The creation of Adam***
  - ***Madonna of Bruges,***
  - ***The Deposition***
- তিনি রেনেসাঁ ম্যান হিসেবে পরিচিত।

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি

- ইতালির রেনেসাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ
- তিনি ছিলেন একাধারে চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, অঙ্কশাস্ত্রবিদ, বিজ্ঞানী ও দার্শনিক।
- উড়োজাহাজের প্রথম নক্সা অঙ্কন করেছিলেন।

- ***দ্য লাস্টসাপার***
- ***মোনালিসা*** ⟶
- ***ভার্জিন অব দ্য রকস***

বেনিটো মুসোলিনী

- ইতালির ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রপ্রধান।
- হিটলারের বন্ধু ও সহযোগী।
- তিনি ফ্যাসিবাদের প্রবক্তা।
- বিখ্যাত উক্তি **'এককালীন শান্তিও সম্ভব নয়, সংগতও নয়'।**
- **তার বিখ্যাত গ্রন্থ-**
  - ***Prisoners Notebook***

গ্যালেলিও গ্যালিলাই

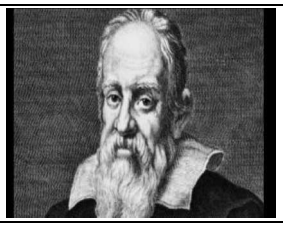

- পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞানী।
- আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রাণপুরুষ।
- টেলিস্কোপ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারক।

সভ্যতার উত্তরণ

গ্রিক সভ্যতা

- গণতন্ত্রের সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত গ্রিক সভ্যতা।
- প্রথম নগররাষ্ট্র ছিল গ্রীসের এথেন্স ও স্পার্টা।
- প্রাচীন অলিম্পিক প্রতিযোগিতার সূচনা হয়- গ্রীসে।
- পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র অংকন করেন- গ্রীক বিজ্ঞানীরা।
- প্রাচীন গ্রীসে নগর রাষ্ট্র ছিল ১৫৮ টি।
- নদীর তীরে গড়ে ওঠেনি- গ্রীক, রোমান ও হিব্রু সভ্যতা।
- 'এরিস্টটল '*লাইসিয়াম*' নামে শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।
- সক্রেটিসকে হেমলক নামক বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়।
- *Republic* প্লেটোর বিখ্যাত গ্রন্থ।
- ভৌগোলিক সংস্কৃতির কারণে গ্রিক সভ্যতার সাথে জড়িত-হেলেনিক ও হেলেনিস্টিক সংস্কৃতি।

মিশরীয় সভ্যতা

- মিশরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছে- নীল নদের তীরে।
- মিশরকে নীল নদের দান বলে অভিহিত করেছেন- হেরোডোটাস।
- খুফুর পাথরের তৈরি সিংহমূর্তি- স্ফিংস।
- ১২ মাসে ১ বৎসর, ৩০ দিনে ১ মাস গণনারীতি চালু।
- প্রাচীন মিশরীয় রাজাদের বলা হত- ফারাও।
- নীল নদের দেবতার নাম ছিল- ওসিরিস।
- প্রাচীন মিশরীয় সমাজ ছিল- মাতৃতান্ত্রিক ।
- মিশরীয়দের লিখন পদ্ধতির নাম- হায়ারোগ্লিফিকস।
- মিসরীয়রা প্যাপিরাস নামক এক প্রকার গাছ দিয়ে লিখত।
- পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন কীর্তিস্তম্ভ- পিরামিড।
- ক্লিওপেট্রা ছিলেন মিশরের রাণী।
- ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বলা হয়- মিশরীয়দের।

মেসোপটেমিয়া সভ্যতা

- অবস্থান- ইরাক ও সিরিয়া।
- সভ্যতার সূতিকাগার বলে পরিচিত।
- গড়ে উঠেছিল দজলা ও ফোরাত নদীর তীরে ।
- দজলা ও ফোরাত নদীর বর্তমান নাম যথাক্রমে টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস।
- **মেসোপটেমিয়া সভ্যতার পর্যায় ছিল ৪ টি; যথা- সুমেরীয়, অ্যাসেরীয়, ব্যবিলনীয় ও ক্যালেডীয় সভ্যতা।**

সুমেরীয় সভ্যতা

- ✪ মেসোপটেমিয়ার অন্তর্ভুক্ত প্রাচীনতম সভ্যতা নাম- সুমেরীয় সভ্যতা। বর্তমান অবস্থান- ইরাক।
- ✪ কিউনিফর্ম হচ্ছে- সুমেরীয়দের লিখন পদ্ধতি, কিউনিফর্ম লিপিতে ছিল- ৩৯টি বর্ণ।
- ✪ পাটিগণিতের গুণ- পদ্ধতির আবিষ্কার করে সুমেরীয়রা।
- ✪ সুমেরীয় সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান- চাকা আবিষ্কার।
- ✪ 'গিলগামেশ' নামে প্রথম মহাকাব্য রচনা সুমেরীয়রা।
- ✪ সুমেরীয় ধর্মে মন্দিরকে বলা হতো- জিগুরাত।

অ্যাসেরীয় সভ্যতা

- যুদ্ধে সর্বপ্রথম লোহার অস্ত্র ব্যবহার ।
- ইতিহাসে অ্যাসেরীয়রা সামরিক রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত।
- সর্বপ্রথম পৃথিবীকে অক্ষাংশে ও দ্রাঘিমাংশে ভাগ করেন-অ্যাসেরীয়রা।
- ৩৬০° ডিগ্রীতে বৃত্ত আবিষ্কার করে- অ্যাসেরীয়রা।
- পৃথিবীর ইতিহাসে অ্যাসেরীয় সভ্যতার লোকেরা প্রথম গোলন্দাজ বাহিনী গঠন করে।

ব্যাবিলনীয় সভ্যতা

- ❖ ব্যাবিলন ইরাকে অবস্থিত।
- ❖ ব্যাবিলনীয় সভ্যতার স্থপতি- আমেরাইট নেতা হাম্মুরাবী।
- ❖ পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম আইন প্রণয়ন করেন- রাজা হাম্মুরাবী। হাম্মুরাবীর সময়কালকে স্বর্ণ যুগ বলা হত।
- ❖ ব্যাবিলনের শূন্য বা ঝুলন্ত উদ্যান- ইরাকে অবস্থিত।
- ❖ 'ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান' গড়ে তুলেছিলেন সম্রাট- নেবুচাদ নেজার।
- ❖ সর্বপ্রথম পঞ্জিকার প্রচলন হয় ব্যাবিলনীয় সভ্যতায়।
- ❖ ব্যাবিলনীয়দের প্রধান দেবতার নাম- মারডক।
- ❖ পৃথিবীর প্রাচীনতম মানচিত্র আবিষ্কৃত হয় ব্যাবিলন শহরের- গাথুর ধ্বংসাবশেষ থেকে।

ক্যালেডীয় সভ্যতা

- বর্তমান অবস্থান- ইরাক।
- রাজা নেবুচাদ নেজার কর্তৃক ব্যবিলনের শূন্য/ঝুলন্ত উদ্যান তৈরি।
- ৭ দিনে সপ্তাহ গণনা শুরু করেন- ক্যালেডীয়রা।
- প্রতিদিনকে ১২ জোড়া ঘন্টায় ভাগ করে ক্যালেডীয়রা।
- সর্বপ্রথম ১২ নক্ষত্র পুঞ্জের সন্ধান পান- ক্যালডীয়রা।
- ক্যালেডীয় দের প্রধান দেবতা জুপিটার।
- ধাতব মুদ্রার আবিষ্কার হয়- ক্যালেডীয় সভ্যতায়।
- ক্যালেডীয় সভ্যতার অপর নাম- নতুন ব্যাবিলনীয় সভ্যতা।

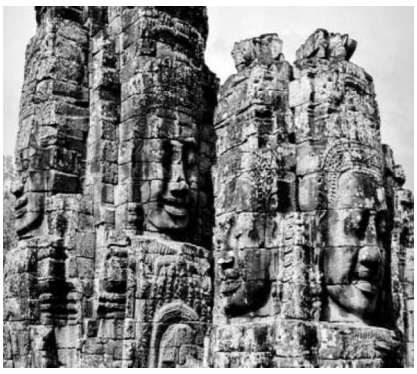

বিশ্বযুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (Great War)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট

জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিক হেগেলের প্রভাবে জার্মান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো একত্রীকরণ ও জাতীয়তাবাদের প্রচেষ্টা শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। তৎকালীন জার্মান রাজ্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সামরিক শক্তিধর ছিল প্রুশিয়া। প্রুশিয়ার নেতৃত্বে অটোভন বিসমার্ক রক্ত ও লৌহ (Blood and Iron) নীতি ঘোষণার ফলশ্রুতিতে ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে জার্মান সাম্রাজ্য গঠিত এবং চ্যান্সেলর (Chancellor) পদে বসেন বিসমার্ক। জার্মানির সরকার প্রধান চ্যান্সেলর যা প্রধানমন্ত্রীর সমতুল্য। আধুনিক ইউরোপীয় কল্যাণ রাষ্ট্রের ভিত্তি রচনা করেন বিসমার্ক ফলে তার 'মিত্রতার নতুন কূটনীতি' -এর সাথে তৎকালীন জার্মানির সম্রাট (কাইজার) দ্বিতীয় উইলিয়ামের সঙ্গে তীব্র মতভেদ ঘটলে ১৮৯০ সালে বিসমার্ক পদত্যাগ করেন। বিসমার্কের পতনের ফলে দ্বিতীয় উইলিয়াম সার্বভৌম ক্ষমতার এককে পরিণত হয় এবং ব্যাপক সাম্রাজ্য বিস্তার শুরু করেন। ফলশ্রুতিতে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের সাথে জার্মানির সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে।

চাকুরী পরিক্ষা ও ভর্তি পরিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ

১. দার্শনিক হেগেল কোন দেশের নাগরিক ? [চবি খ (০৯-১০)]

ক. জাপান খ. জার্মানি গ. রাশিয়া ঘ. ইতালি

২. Man of Iron and Iron কাকে বলা হয় ? [রাবি (কঃ ১২-১৩)]

ক. অটোভন বিসমার্ক খ. মহাত্মা গান্ধী গ. হিটলার ঘ. লেলিন

৩. বিসমার্ক যে জন্য বিখ্যাত- [জাবি (গঃ ১৫-১৬)]

ক. ইতালির ঐক্যকরণ খ. জার্মান ঐক্যকরণ গ. সুয়েজ খাল খনন ঘ. সংবিধান প্রণয়ন

৪. কোন দেশের সরকার প্রধানকে চ্যান্সেলর (Chancellor) বলা হয় ? [শ্রম অধিদপ্তর : ০০৬]

ক. জাপান খ. জার্মানি গ. রাশিয়া ঘ. ইতালি

উত্তরপত্র	১. খ	২. ক	৩. খ	৪. খ

বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণ

অস্ট্রিয়ার হবু সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী, আর্কডিউক ফার্ডিনান্ড এবং সোফিয়া, বসনিয়া সফরে যান। ২৮শে জুন, ১৯১৪ খ্রি. বসনিয়া-হার্জেগোভিনার সারায়েভো শহরে অস্ট্রিয়ার যুবরাজকে হত্যা করে সার্বিয়ার 'ব্লাক হ্যান্ড' সদস্য গ্যাবরিয়েল নামে এক যুবক। জাতি হিসেবে সার্ব হওয়ায় অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার থেকে বিচার চায়, সেই সাথে ক্ষতিপূরণ । সার্বিয়া কিছু শর্ত মানলো, কিছু মানলো না। অস্ট্রিয়া ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিলো এবং সময় ফুরিয়ে গেলে অস্ট্রো-হাঙ্গেরি ২৮শে জুলাই সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। অস্ট্রিয়াকে সরাসরি সাহায্য করে জার্মানি। ইউরোপে ২৮ জুলাই, ১৯১৪ থেকে সংঘটিত হওয়া ভয়াবহতা শেষ হয় ১১ নভেম্বর ১৯১৮ সালে জার্মানির আত্মসমর্পণের মাধ্যমে।

অক্ষশক্তি	জার্মানি	অস্ট্রিয়া	হাঙ্গেরি	উসমানীয় সাম্রাজ্য	বুলগেরিয়া	✗
মিত্রশক্তি	যুক্তরাজ্য	যুক্তরাষ্ট্র	ফ্রান্স	রাশিয়া	ইতালি	জাপান

বিশ্বযুদ্ধের অন্যান্য কারণ

- ☑ ১৮৭১ সালে অটো ভন বিসমার্ককের জার্মানির 'মিত্রতার নতুন কূটনীতি'
- ☑ Tripple Alliance (জার্মানি-অস্ট্রহাঙ্গেরি) ও Tripple Entente (ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া) এর প্রভাব
- ☑ সার্বিয়ার 'ব্লাক হ্যান্ড' নামক গুপ্ত বাহিনী গঠন করে।
- ☑ খনিজসমৃদ্ধ বলকান অঞ্চলের প্রতি জামার্নি ও ব্রিটেনের লোভ ।
- ☑ ১৯১৭ সালের ৬ এপ্রিল জার্মান নৌ-বাহিনী আটলান্টিক মহাসাগরে মার্কিন জাহাজ 'লুসিতানিয়া'কে ব্রিটিশ জাহাজ মনে করে আক্রমণ করলে উড্রো উইলসন ঐ দিনই জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা।

জাতিসংঘ

জাতিসংঘ (United Nations)

জাতিসংঘ বিশ্বের জাতিসমূহের একটি সংগঠন, যার লক্ষ্য হলো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আইন, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক অগ্রগতি এবং মানবাধিকার বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর ৫১টি রাষ্ট্র জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষর করার মাধ্যমে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং পরবর্তীতে লুপ্ত লীগ অব নেশন্সের (জাতিপুঞ্জ) স্থলাভিষিক্ত হয়। সর্বমোট, ১১ টি সম্মেলনের মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

টু দ্য পয়েন্ট

- ☑ জাতিসংঘ হলো বিশ্বের স্বাধীন দেশসমূহের সর্বোচ্চ- আন্তর্জাতিক সংঘ।
- ☑ জাতিসংঘের সদর দপ্তর অবস্থিত- ম্যানহাটন, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
- ☑ জাতিসংঘের ইউরোপীয় কার্যালয় অবস্থিত জেনেভায় (সুইজারল্যান্ড)।
- ☑ জাতিসংঘ গঠন সংক্রান্ত আটলান্টিক সনদ স্বাক্ষরিত হয়- ১৪ আগস্ট ১৯৪১।
- ☑ জাতিসংঘের নামকরণ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট (১ জানুয়ারি ১৯৪২)।
- ☑ ১৯৪৫ সালে ৫১তম দেশ হিসেবে জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষর করে- পোল্যান্ড।
- ☑ জাতিসংঘের আয়ের উৎস সদস্য দেশসমূহের চাঁদা, বাজেট ঘোষিত হয় -দু'বছরে একবার।
- ☑ জাতিসংঘের সর্বশেষ ১৯৩ তম সদস্য দেশ দক্ষিণ সুদান।
- ☑ জাতিসংঘের স্থায়ী পর্যবেক্ষকের সংখ্যা ২ টি–(ভ্যাটিকান ও ফিলিস্তিন)।
- ☑ জাতিসংঘের পতাকা হালকা নীল রঙের মাঝে একটি সাদা বৃত্ত এবং বৃত্তের মাঝখানে প্রতীক ।
- ☑ জাতিসংঘের সদস্য নয় যেসব দেশ- তাইওয়ান, ভ্যাটিকান, কসোভো এবং ফিলিস্তিন।

এক নজরে জাতিসংঘ [*****]

বিষয়	বিবরণ	বিষয়	বিবরণ
জাতিসংঘের প্রস্তাবক	ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট	জনসংখ্যায় ছোট দেশ	মোনাকো
জাতিসংঘের নামকরণ	ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট	আয়তনে ছোট দেশ	টুভ্যালু
কার্যকর তারিখ	২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫	স্বাধীন কিন্তু সদস্য নয়	ভ্যাটিকান সিটি, কসোভো
সদর দপ্তর	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র	ইউরোপীয় কার্যালয়	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
স্থায়ী ভেটো ক্ষমতাপ্রাপ্ত	৫টি দেশ	জাতিসংঘ নোবেল পায়	৮ বার
প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য	৫১টি দেশ	জাতিসংঘ শান্তি বিশ্ববিদ্যালয়	কোস্টারিকাতে
৫১তম সদস্য	পোলান্ড	মূল অঙ্গসংগঠন	৬টি
বর্তমান সদস্য	১৯৩টি দেশ	জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়	টোকিও, জাপানে
জাতিসংঘ সনদের রচয়িতা	আর্কিবেল্ড ম্যাকলিস	প্রতীক	জলপাই গাছ

চাকুরী পরিক্ষা ও ভর্তি পরিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ

১. জাতিসংঘ দিবস পালিত হয়- [১১ BCS]

ক. ২৪ অক্টোবর খ. ২৪ আগস্ট গ. ২৪ ডিসেম্বর ঘ. ২৪ নভেম্বর

২. জাতিসংঘের মূলমন্ত্র (Motto) হলো [ঢাবি/বি-৭ ২০১৫-১৬]

ক. এ পৃথিবী আপনার খ. সকলের জন্যে জীবন গ. সমান অধিকার ঘ. শান্তি

৩. নিচের কোনটি জাতিসংঘের সদস্য নয়? [রাবি/এফ-২ ২০১৫-১৬]

ক. ভ্যাটিকান সিটি খ. আফগানিস্তান গ. উত্তর কোরিয়া ঘ. ভিয়েতনাম

বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থা

SAARC (সার্ক)

SAARC- South Asian Association for Regional Co-operation(সার্ক) হলো দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন। জনসংখ্যার ভিত্তিতে এটি সর্ববৃহৎ আঞ্চলিক সংগঠন। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের মধ্যে সহযোগিতামূলক বাণিজ্য অঞ্চল গড়ার প্রস্তাব করেন। বাংলাদেশের এ প্রস্তাব গ্রহণ করে ১৯৮১ সালে ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা প্রতিনিধিগণ কলোম্বোতে মিলিত হয়। পরিশেষে, ১৯৮৩ সালে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে এশিয়ার ৭টি দেশ নিয়ে সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। সার্কের সহযোগিতার ক্ষেত্র ১৩টি।

প্রধান উদ্দেশ্য- ৫টি	৩. মানব সম্পদ উন্নয়ন
১. যোগাযোগ	৪. স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কার্যক্রম
২. কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন	৫. বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও আবহাওয়াবিদ্যা

দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি দেশ

সার্কের সদস্য দেশ- ৮টি	বাংলাদেশ	ভারত	পাকিস্তান	শ্রীলংকা
	ভুটান	মালদ্বীপ	নেপাল	আফগানিস্তান

টু দ্য পয়েন্ট

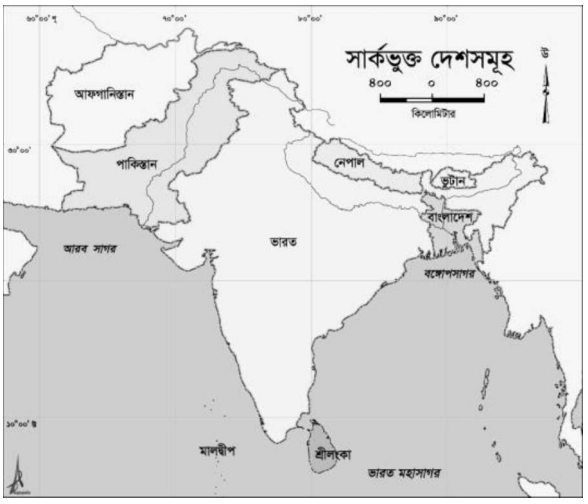

- সার্কের সদরদপ্তর অবস্থিত- কাঠমুন্ডু, নেপাল।
- সর্বশেষ সদস্য আফগানিস্তান (২০০৭)।
- মহাসচিব নির্বাচিত হয় ৩ বছরের জন্য।
- প্রথম চেয়ারম্যান- হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ (বাংলাদেশ)।
- প্রথম মহাসচিব- আবুল আহসান (বাংলাদেশ)।
- প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৮৫ সালে ঢাকায়।
- প্রথম নারী মহাসচিব- ফাতিমা দিয়ানা সাঈদ।
- সার্ক ঘোষিত মীনা দিবস– ৮ ডিসেম্বর।
- সার্কভুক্ত যে দেশের আয়তন প্রায় বাংলাদেশের সমান- নেপাল।
- সার্ক সম্মেলনে যা করা যায়না- দ্বিপাক্ষিক আলোচনা। সার্কের অফিসিয়াল ভাষা: ইংরেজি
- ভাষা: ১০টি। যথা: দোজংখা, সিংহলি, তামিল, নেপালি, হিন্দি, পাঞ্জাবি, পশতু, উর্দু, ধিবেহী ও বাংলা।
- পর্যবেক্ষক: ৯ (দেশ-৮টি ও সংগঠন: ১টি)। যথা: চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মিয়ানমার, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ইরান, মরিশাস ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন।
- SAARC এর অন্তর্ভুক্ত স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র- ৩টি (নেপাল, আফগানিস্তান, ভুটান)।
- সার্কের সর্বশেষ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়- ২০১৪ সালে; নেপালে। সম্মেলন বন্ধ আছে ২০১৬ সাল থেকে।

এশিয়ার বিশেষ অঞ্চল

সেভেন সিস্টার্স - ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সাতটি রাজ্যকে সেভেন সিস্টার্স বলা হয়। রাজ্যগুলো হচ্ছে আসাম, ত্রিপুরা মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, অরুণাচল, নাগাল্যান্ড।

গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল - মায়ানমার, লাওস ও থাইল্যান্ড সীমান্তে অবস্থিত আফিম মাদক উৎপাদনকারী অঞ্চল ।

গোল্ডেন ক্রিসেন্ট - আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ইরান সীমান্তে অবস্থিত আফিম মাদক উৎপাদনকারী অঞ্চল।

গোল্ডেন ওয়েজ - বাংলাদেশ, ভারত ও নেপাল সীমান্ত যা মাদক পাচার ও চোরা চালানের জন্য বিখ্যাত।

গোল্ডেন ভিলেজ - বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার ২৬ টি গ্রামকে গাঁজা উৎপাদনের জন্য গোল্ডেন ভিলেজ বলা হয়।

ইন্দোচীন - লাওস, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামকে ইন্দোচীন বলা হয়।

থ্রি-টাইগার - জাপান, জার্মানি ও ইতালি।

ফোর টাইগার - দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিংগাপুর, হংকং।

সুপার সেভেন- মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড + ফোর টাইগার (দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিংগাপুর, হংকং)

ইস্ট এশিয়ান মিরাকল - জাপান + সুপার সেভেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন বিশেষ অঞ্চল

মাইক্রোনেশিয়া - নিরক্ষ রেখার নিকটবর্তী দ্বীপ সমূহ এর অন্তর্গত। যথা : ক্যারোলিন দ্বীপসমূহ, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, কিরিবাতি, নাউরু, ওসিয়াম।

মেলোনেশিয়া - ফিজি, ভানুয়াতু, পাপুয়া নিউগিনি, বিসমার্ক, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, সান্তাক্রুজ দ্বীপপুঞ্জ, নিউক্যালিডোনিয়া, নিউগিনি

পলিনেশিয়া - সমোয়া ট্রুভ্যালু, কুক দ্বীপপুঞ্জ, টোঙ্গা, ইস্টার, তাহিতি

আরব উপদ্বীপের রাষ্ট্রসমূহ - সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, বাহরাইন, ইয়েমেন।

বাল্টিক রাষ্ট্র সমূহ - লিথুনিয়া, লাটভিয়া, এস্তোনিয়া।

বলকান রাষ্ট্র সমূহ - বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, আলবেনিয়া, গ্রীস, সার্বিয়া, যুগোস্লাভিয়া, মেসিডোনিয়া, স্লোভেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, হাঙ্গেরী।

স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ সমূহ - আইসল্যান্ড, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ - বাহামা, কিউবা, হাইথি, ডোমিনিক প্রজাতন্ত্র, গ্রানাডা, বার্বাডোজ, সেন্ট লুসিয়া, জ্যামাইকা, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন - ১৯৯১ সালে ডিসেম্বরে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে ১৫ টি রাষ্ট্র গঠিত হয়। রাশিয়া, ইউক্রেন, কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, বেলারুশ, আজারবাইজান, মলদোভা, জর্জিয়া, লিথুয়ানিয়া, কিরগিজস্তান, তাজাকিস্তান, আর্মেনিয়া, লাটভিয়া, তুর্কমেনিস্তান, এস্তোনিয়া।

সাবেক চেকোশ্লাভিয়া - ১ জানুয়ারি ১৯৯৩ সালে ভেঙ্গে চেক প্রজাতন্ত্র ও শ্লোভাকিয়া নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

সাবেক যুগোশ্লাভিয়া - ১৯৯২ সালে ভেঙ্গে ৬ টি প্রজাতন্ত্র : সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া, স্লোভেনিয়া, মন্টিনিগ্রো, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, মেসিডোনিয়া।

মধ্যপ্রাচ্য - ১৮ টি রাষ্ট্র নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য গঠিত। মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ আদিবাসী ককেশীয়। আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কাতার, ওমান, ইয়েমেন, সৌদি আরব, জর্ডান, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, ইসরাইল, লেবানন, তুরস্ক, সাইপ্রাস ও মিশর দেশগুলো নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য গঠিত।

ওরিয়েন্টাল অঞ্চল - ওরিয়েন্ট অর্থ পূর্ব। ওরিয়েন্টাল অঞ্চল বলতে পৃথিবীর পূর্ব অংশের দেশসমূহকে বোঝায়। যথা জাপান, চীন, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, তাইওয়ান, লাওস, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, মায়ানমার, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা।

ঘোড়দৌড়	ডেড হিট, ড্রাইভিং, গেইট, হাং, জকি, পান্ট, পান্টার, রাফি, স্টিলচেজ, স্টিক, ইয়াংকি
বিলিয়ার্ডস	ক্যানন, পট, পিরামিড, র‍্যাক, স্কিটল, স্পাইডার, স্পট স্ট্রিং, ব্রিজ, বাউ, কিউবল, ইনবাল্ক
ক্রিকেট	ডাক, বাই, সিলি, পয়েন্ট, গালি, লেগ ব্রেক, ওয়াইড, নেলসন, চায়নাম্যান, ফ্লিক
ভলিবল	রোটেশন, ডাবলিং, ব্যাক জোন, স্পাইকিং, স্ম্যাশ, ডিগপাস, সুইচ, পেটবল
বক্সিং	কাট, হুক, জ্যাব, সেকেন্ডস আউট, র‍্যাবিট পাঞ্চ, কিডনি পাঞ্চ , রিংমাস্টার, রাউন্ড, রিংক্রাফ্ট
কুস্তি	পিন ডাউন, ল্যান্ডলক, ফ্রিস্টাইল, হাফ, নেলসন, ফ্লাই ওয়েট, হিভ, রোমান , রিফার্জ
সাঁতার	বডি রোল, বাটারফ্লাই, গাইড, ফ্রিস্টাইল, ডলফিন কিক, স্প্রিং
সাইক্লিং	বাঞ্চ, ম্যাডিসন রিলে, পারসুইট, অ্যাসলং ব্রেক, সুসেট

অলিম্পিক গেমস

আধুনিক অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা [Olympic Games] হলো একটি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। দুইশতাধিক দেশের অংশগ্রহণে মুখরিত এই অলিম্পিক গেমস বিশ্বের সর্ববৃহৎ এবং সর্বোচ্চ সম্মানজনক প্রতিযোগিতা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। অলিম্পিক গেমস প্রত্যেক চার বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এর দুটো প্রকরণ গ্রীষ্ম এবং শীতকালীন প্রতিযোগিতা প্রত্যেক দুই বছর পর পর হয়ে থাকে, যার অর্থ দাঁড়ায় প্রায় প্রত্যেক দুই বছর পর পর অলিম্পিক গেমসের আসর অনুষ্ঠিত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দিতে প্রাচীন গ্রীসের অলিম্পিয়া থেকে শুরু হওয়া প্রাচীন অলিম্পিক গেমস থেকেই মূলত আধুনিক অলিম্পিক গেমসের ধারণা জন্মে। ১৮৯৪ সালে ব্যারন পিয়ের দ্য কুবের‍্যাঁ সর্বপ্রথম **Interanational Olympic Committee (IOC)** গঠন করেন এ কারণে ব্যারন পিয়ের দ্য কুবার্তাকে অলিম্পিকের জনক বলা হয়। IOC এর সদর দপ্তর- লুজান, সুইজারল্যান্ড। দাপ্তরিক ভাষা- ইংরেজি ও ফরাসি।

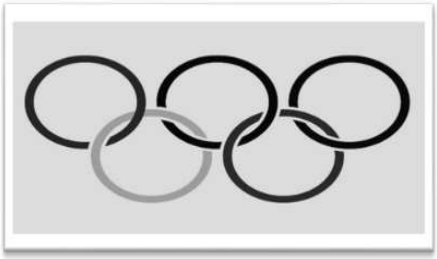

- বিশ্বের সর্ববৃহৎ ক্রীড়া অনুষ্ঠান- অলিম্পিক গেমস।
- প্রাচীন অলিম্পিক শুরু হয়- ৭৭৬ খ্রিষ্টপূর্বে; গ্রিসে।
- আধুনিক অলিম্পিক শুরু হয়- ১৮৯৬ সালে।
- অলিম্পিক পতাকায় বৃত্ত রয়েছে- ৫ টি (ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের)।
- ৫ টি বৃত্ত দ্বারা বোঝায়- ৫ টি মহাদেশকে।
- আধুনিক অলিম্পিক এর মূলনীতি- **ক্ষীপ্রতা, উচ্চতা ও শক্তি।**
- অলিম্পিক খেলাকে বলা হয়- Greatest Show on Earth.
- আধুনিক অলিম্পিকের পতাকার পরিকল্পনাকারী ও জনক- ব্যারন পিয়ের দ্য কুবার্তা।
- আধুনিক অলিম্পিকের অপর নাম- গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক।
- অলিম্পিক জাদুঘর অবস্থিত- সুইজারল্যান্ডের লাউসানে।
- আধুনিক অলিম্পিকের প্রথম আসর বসে- ১৮৯৬ সালে; গ্রিসের এথেন্সে।
- অলিম্পিক পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয়- ১৯২০ সালে; এন্টওয়ার্প অলিম্পিকে।
- অলিম্পিকে মহিলাদের প্রথম প্রতিযোগিতার সুযোগ দেয়া হয়- ১৯০০ সালে প্যারিস অলিম্পিকে।
- অলিম্পিকে পুরুষদের সাঁতার প্রতিযোগিতা শুরু হয়- ১৮৯৬ সালে; এথেন্সে।
- আধুনিক অলিম্পিকের সবচেয়ে বেশি আসর বসে- লন্ডনে; ১৯০৮, ১৯৪৮, ২০১২ সালে।
- প্রথম ফুটবল খেলা অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্ত হয়- ১৯০০ সালে; প্যারিসে।
- ওয়াটার পলো অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্ত হয়- ১৯০০ সালে।
- প্যারা অলিম্পিক আয়োজন করা হয়- প্রতিবন্ধীদের জন্য।
- বিশ্বযুদ্ধের কারণে অলিম্পিক আসর অনুষ্ঠিত হয়নি- **১৯১৬, ১৯৪০ ও ১৯৪৪** সালে।
- বাংলাদেশ প্রথম অংশগ্রহণ করে- ২৩তম অলিম্পিকে; ১৯৮৪ সালের লস এঞ্জেলস আসরে।
- অলিম্পিক পতাকায় পাঁচ রং - এশিয়া (হলুদ), ইউরোপ (নীল), আফ্রিকা (কালো), আমেরিকা (লাল), ওশেনিয়া (সবুজ) ।